VISHWA-SHOBHA

OR

THE BEAUTIES OF NATURE.

BY

KOYLASBASINEY DEVI.

The Authoress of

"THE HINDU FEMALES" and
"THE HINDU FEMALE EDUCATION".

Calcutta:

Printed at the Gupta Press No 24 Meerjafer's Lane.

1869.

বিশ্বশোভা।

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা ও হিন্দু অবলাকুলের
বিদ্যাভ্যাস রচয়িত্রী

শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী কর্ত্তৃক

প্রণীত

কলিকাতা।
পটলডাঙ্গা মির্জাফর্স লেন ২৪ নং ভবনে,
গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯০।

উক্ত যন্ত্রালয় এবং সকল গ্রান্থালয়ে ও পুস্তক ব্যবসায়ির
নিকট পাওয়া যায়।

মূল্য দশ আনা। কাপড়ে বাঁধা চৌদ্দ আনা।

ভূমিকা।

আমি গদ্যময় পুস্তক দুইখানি প্রকাশ করাতে, আমার কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তি আমাকে পদ্যময় কোন একটি সুপ্রবন্ধসংযুক্ত পুস্তক রচনা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার তাদৃশ ক্ষমতা না থাকা প্রযুক্ত শুদ্ধ পদ্যের উপর নির্ভর না করিয়া, আমি গদ্য পদ্য উভয়বিধ ছন্দে এই বিশ্বশোভা নামধেয় ঈশ্বর-মাহাত্ম্য-সংযুক্ত সামান্য পুস্তকখানি কালবর্ণন-ছলে প্রণয়ন করত, সাধারণ্যে প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে আমার রচনাপারিপাট্য বা কবিত্বশক্তির প্রাখার্য্যতার প্রাদুর্ভাব নাই এবং সন্নামার্জ্জনের স্পৃহাও নাই, কেবল বন্ধুজনের অনুরোধ রক্ষা ও পরমপিতার নামোৎকীর্ত্তনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব হে বিদ্যোৎসাহী সভ্যবৃন্দ আপনারা আমার এই নব্য কবিতা গুল্মটিকে পাদ-প্রক্ষেপে দলিত না করিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু একটু উৎসাহরূপ কৃপাবারি প্রদান করত, পরিবর্দ্ধিত করিতে যত্ন করিলে পরম পরিতোষ লাভ করিব ইতি।

শ্রী কৈলাসবাসিনী।

কলিকাতা
চৈত্র ১২৯০।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম পূজ্য-পাদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত
মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণতিপুরঃসর নিবেদন মিদং।—

ধর ধর সখা এই প্রিয় উপহার।
যাহে তব স্নেহ-রাশি করিছে প্রচার॥
স্নেহ করি সযতনে দিয়া উপদেশ।
সুপবিত্র করিয়াছ মম মনোদেশ॥
তোমার কৃপায় আমি পেয়ে এই জ্ঞান।
অখিল-পতির কৃপা করিছি ব্যাখ্যান॥
তুমি কৃপা না করিলে ওহে গুণাকর।
কভু নাহি শুদ্ধ মম হইত অন্তর॥
অজ্ঞান অন্ধের ন্যায় থাকি চির দিন।
বিধি মতে হইতাম দুখের অধীন॥
আহা হেন মিত্র আর কে আছে কাহার।
করিয়াছ কতরূপ আয়াস স্বীকার॥
যেন কত উপকার হইবে আপন।
এই মত করিয়াছ কত আকিঞ্চন॥
অবোধ পশুর সম ছিল মম রীতি।
অনেক যতনে সদা শিখাইছ নীতি॥
সে ধার আমি কি কভু শুধিবারে পারি।
সহজে অক্ষম হই হীন-জাতি নারী॥
তোমার ধনেই আমি পূজিব তোমায়।
এই ভাবি বর্ণহার অর্পিলাম পায়॥

কৃপাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রী কৈলাসবাসিনী

গ্রন্থরচয়িত্রীর নিবেদন।

হইয়ে অধমা নারী, কিরূপে বর্ণিতে পারি,
সে অনন্ত ভাবের প্রভাব।
কত শত বুধগণ, করি শাস্ত্র অধ্যয়ন,
জেনেছেন যাঁহার স্বভাব॥
হইয়ে সামান্য নারী, সেঁচিয়ে জলধিবারি,
মানস করিতে রত্নোদ্ধার।
হায় কি ভ্রান্তির কাজ, হাসিবে বিজ্ঞসমাজ,
অযশ হইবে অনিবার॥
নীচ হয়ে বড় আশ, কর্ব্বে সবে উপহাস,
নারীর একাজ কভু নয়।
হইয়ে কূপ-মণ্ডূক, ইচ্ছা, হতে ফণিভুক,
কদাচ তাহার যোগ্য নয়॥
শুন শুন সাধুগণ, মম এই নিবেদন,
নিজ গুণে করিবে মার্জ্জনা।
আমি অতি হীনমতি, নাহিক কোন সঙ্গতি,
ইচ্ছা, মনে ঈশ্বরভজনা॥
কিরূপে করি সাধন, করে এই আন্দোলন,
ভাবি মনে বিশ্বের বচন।

ভাবিয়ে বিশ্বের ভাব, মনে উঠে এই ভাব,
বিশ্বশোভা কবির বর্ণন ॥
রচনার নাহি শক্তি, ভরসা প্রবল ভক্তি,
সাধু না লইবে অন্য ভাব।
ভয়ক্রমে সাধুগণ, করিতেছি নিবেদন,
ক্ষমা কোরো যে কিছু অভাব ॥
রত্নযুক্ত বিশ্ব-মালা, গাঁথিয়ে অবোধ বালা,
কবিতে কি পারে কভু শেষ।
হইয়ে ভ্রমের বশ, গাইতেছি বিশ্বযশ,
এতে আর না কিছু উদ্দেশ ॥

না বুঝি বিদ্যার মর্ম্ম রচনাতে মন।
কি জানি ইহাতে কিবা ঘটে বিড়ম্বন ॥
বামন হইয়ে ইচ্ছা ধরে শশধরে।
খঞ্জ হয়ে ইচ্ছা করে লঙ্ঘিঘ গিরিবরে ॥
ভেক করে অভিলাষ মকরন্দ পানে।
চণ্ডালীর ইচ্ছা থাকে দেব বিদ্যমানে ॥
শশারুর ইচ্ছা ধরে করিসম বল।
শিবার মানস শোষে সাগরের জল ॥
নেত্রহীনের ইচ্ছা মুকুরে দেখে মুখ।
শুনি হয়ে ইচ্ছা সদা ভুঞ্জে রাজসুখ ॥
কুব্জ হয়ে ইচ্ছা করে প্রশস্ত শয়ন।
কালা হয়ে ইচ্ছা করে সংগীত শ্রবণ ॥

বায়সের ইচ্ছা হয় ধরিবারে তান ।
মূর্খ বাসনা করে পণ্ডিত তুল্য মান ॥
বোবার মানস সদা হরিগুণ কয় ।
আমার তেমনি ইচ্ছা জানিবে নিশ্চয় ॥
ক্ষমতা-অতীত কার্য্য করে যেই জন ।
তাহার আশার ফল না হয় কখন ॥
ক্ষমতা-অতীত কার্য্য করা যুক্তি নয় ।
করিলে, তাহার গতি ভেক সম হয় ॥
বৃহত বৃষভ দেখি ভেক দুরাচার ।
মনে মনে করি অতি ঘোর অহঙ্কার ॥
নিজ অঙ্গ স্ফীত করি হইয়ে বিদার ।
দেখাল আপন বল অতি চমৎকার ॥
তেমনি আমার দশা যদি এতে হয় ।
সে কারণে সাধুগণ ! সদা মনে ভয় ॥
বড়তে বাসনা নাই শুন সাধুগণ ।
বাসনা কেবল মাত্র ঈশ্বর ভজন ॥

প্রার্থনা।

ওহে দীননাথ, কবি প্রণিপাত,
তব চরণে আমি হে।
হয়ে কৃপাবান, দেহ জ্ঞানদান
জ্ঞান-আধার তুমি হে॥
অজ্ঞান-পাথারে, পড়ি বারে বারে,
সদাই দুঃখ পাই হে।
পাপ-পারাবার, কিসে হব পার,
তারুপদেশ চাই হে॥
অজ্ঞানান্ধকূপে, ভেকের স্বরূপে,
যাবজ্জীবন যায় হে।
ওহে ভগবান, করি জ্ঞান দান,
রক্ষা কর এ দায় হে॥
ওহে দীনপতি, অগতির গতি,
দীনার প্রতি চাও হে।
অভয় কারণ, তুমি নিরঞ্জন,
অভয় সবে দাও হে॥
পেয়ে বর বর, দেবতা কি নর,
মহত্ত সবে হয় হে।

ওহে বিশ্বকর, আমি সেই বর,
তব কাছে না চাই হে ॥
আমি হীন-মতি, তাহে নাই রতি,
মহতে বাঞ্ছা নাই হে।
ওহে সুপ্রকাশ, মম এই আশ,
নামামৃতই গাই হে ॥
গেয়ে গীতচয়, পাপ করি ক্ষয়,
অন্তে ঐপদ পাই হে।
এই নিবেদন, ওহে সনাতন,
আর কিছু না চাই হে ॥
পতিত-তাবণ, জগতকারণ,
তুমি জগত ধন হে।
জগদ্বাসিগণ, কবে আবাধন,
ঐ পদে বাথি মন হে ॥
যদি তাবা হয, পাপ পরাজয,
আমি কি সে পাত্রী নৈ হে।
আমি জগদ্বাসী, হইয়ে আশ্বাসী,
ঐ পদে পড়ে রই হে ॥
তুমি সর্ব্বময়, সবে পায় জয়,
তোমার পদাশ্রযে হে।
ওহে কৃপানিধি, করো এই বিধি,
অধম অবলায়ে হে ॥
বিপু দুরাচার, দহে অনিবার,
মম এ অধম মনে।

কোথা নিরাময়! হইযে সদয়,
নাশহ কুরিপুগণে ॥
রিপু-দল-বল, সতত সবল,
আমি একা অতি ক্ষীণ।
রিপুদল-হতে, ভয় নানামতে,
পাইছে তাবত দিন ॥
তুমি দীননাথ, সেই হেতু তাত,
তব পদে নিবেদেই।
ওহে বিশ্ব-সাব, তুমি বিনা আব,
দুঃখহর্ত্তা কেউ নেই ॥
হযে রিপুবশ, ঘটিছে অযশ,
কিরূপে হইব ত্রাণ।
রিপুব তাডনে, সংসাব কাননে,
যাযহে অধম প্রাণ ॥
নাশিতে এ অবি, কি উপায করি,
বল বল বিশ্বময়।
অন্তরেব অরি, নাশিতে হে হরি,
ঘটেত সবলে জয় ॥
আমি হীন-মতি, নাহিক শকতি,
এই হেতু করি ভয়।
বল বল নাথ, করি প্রণিপাত,
অবি করি কিসে ক্ষয ॥
সে অন্তব অবি, এ অন্তর অরি,
উভয়ে বিভিন্ন অতি।

অন্যে সহ কবি, নাশিযে সে অবি,
ভয়ে পায় অব্যাহতি ॥
ওহে নিরঞ্জন, এ অরি কথন,
তার সম নাহি হয়।
নাশিতে এ অবি, কি উপায় কবি,
বল বল দয়াময ॥
নাশিতে এ অবি, তুমি বিনা হবি,
নাহিক অপব বল।
হইযে সদয, ওহে বিশ্বময়,
বিনাশ অরাতি দল ॥

মঙ্গলাচরণ।

কৃপাময় ভবপতি, কৃপা করি মম প্রতি,
দেহ তব শ্রীপদে আশ্রয়।
যে পদ বাসনা করে, সুরাসুর যক্ষ নবে,
কবিয়াছে পুণ্যেব সঞ্চয ॥
আমি প্রভু জেতে নাবী, কিছুই কবিতে নাবি,
নিজগুণে কর সমুদয়।
এইমাত্র জানি সাব, তুমি জগত আধার,
তোমাহতে জগত উদয ॥
দিবা নিশি ঋতু কাল, ভ্রমিতেছে চিরকাল,
তব আজ্ঞা করিয়া ধারণ।

অনলাদি দেব যন্ত,   সবে হয়ে আজ্ঞাবত,
বরে নিজ কার্য্যেব সাধন ॥
তুমি যদি না থাকিতে,তবে কিহে এ জগতে,
হতো নানা জীবেব সঞ্চাব।
প্রাণির সৃজন নাশ,   সদাকাল সুপ্রবাশ,
তোমাহতে হয অনিবাব ॥
এই বিশ্ব চবাচবে,   তুমি না থাকিলে পরে,
সমুদয প্রাপ্ত হতো লয়।
তোমারে করিয়া ভয, গন্ধবহ গন্ধ বয,
বৃক্ষগণ ঊর্দ্ধমুখে রয় ॥
শূন্যে পয়োধবগণ,   হয়ে শশব্যস্তমন,
নীবধাবা কবে ববিবণ।
তোমাব আদেশমতে, জীব জন্তু সকলেতে,
করিতেছে শযন ভোজন ॥
তোমার কৃপার বলে, সকলেই চলে বলে,
তোমাহতে সকলি উদ্ভব।
তুমি কৃপা না কবিলে, বিশ্ব থাকে কার বলে,
ঋতু, বর্ষ, ক্ষণ আদি সব ॥
তব আজ্ঞা শিবে ধরি, রবি, শশী, খউপরি,
সময়েতে হয সুপ্রকাশ।
তুমি কর কৃপাদৃষ্টি, তাই বয় এই সৃষ্টি,
তুমি রুষ্ট হলে পায় নাশ ॥
নমঃ প্রভু নিরঞ্জন,   তব পদে নিবেদন,
করি আমি অতি ভীতমনে।

এইমাত্র নিবেদন, সাধুপথে সদা মন,
থাকে যেন এ অধম জনে ॥
কবে তব গুণ গান, হয দেহ অবসান,
বৃথা ধনে নাবয় এ মন।
হয়ে তাত দযাবান, দেহ এই ভিক্ষাদান,
তব পদে এই নিবেদন ॥

জয সত্য সনাতন, বিভু বিশ্ব-নিকেতন,
জয় জয অখিলেব পতি।
জয় নিত্য নিরঞ্জন, তুমি সকলেব ধন,
তুমি বিনা নাহি অন্য গতি ।।
জয় বিশ্ব-প্রসবিতা, তুমি সকলেব পিতা,
তুমি কব সকলি সৃজন।
যক্ষ বক্ষ বিদ্যাধব, খেচর ভুচব নব,
সকলের দিযেছ জনন ॥
কৃপাকব নাম ধব, তুমি প্রভু কৃপাকব,
কৃপাদৃষ্টি কবহ সম্প্রতি।
হয়ে প্রভু কৃপাবান, দেহ এই জ্ঞান দান,
এই ক্ষীণা অবলাব প্রতি ॥
কাম ক্রোধ আদি অবি, সকলেব দর্প হবি,
সুপবিত্র করি মনোদেশ।
হযে মন ভ্রান্তমতি, এই জগতের প্রতি,
নাহি করে লোভ ক্ষোভ দ্বেষ ॥

পেয়েছি যে পাপ দেহ,এতে নাহি কবি স্নেহ,
ভয় মাত্র হাসে পাছে দেশ।
জগদীশ কৃপাকর, মম বাঞ্ছা পূর্ণ কর,
দেহ সদা জ্ঞান উপদেশ॥
সাধুপথে সদা মতি, সাধুকর্ম্মে সদা রতি,
তব পদে মতি যেন রয়।
পাপমতি নারী দেখে, যেন এই অধমাকে,
দিওনাকো নরকের ভয়॥

ভজন পূজন হীনা দীনা ক্ষীণা নারী।
তব পদে রতি মতি করিতে নাপারি॥
রয়েছি অন্ধের ন্যায় এ ভব সংসারে।
কেমনে জানিব প্রভু আমি হে তোমারে॥
জন্মেছি মহিলাকুলে কিছু নাহি জ্ঞান।
দীন হীন দেখি প্রভু নাহি কবি দান॥
দানেতে সদ্গতি হয় শুনি এই ধ্বনি।
কিরূপে করিব দান নহি আমি ধনী॥
ব্রত ধর্ম্ম নাহি কবি নাহি করি ধ্যান।
গো অপেক্ষা হীন হয়ে চাহি তব জ্ঞান॥
আমাসম পাগলিনী জগতে কে আছে
পাপী হয়ে কৃপা চাই ঈশ্বরের কাছে॥
পাপের যে দুঃখ ফল অবশ্য ফলিবে।
ললাটে লিখন যাহা কভু না খণ্ডিবে॥

বিশ্বশোভা।

হে জীব। আর কত দিন মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া কাল যাপন করিবে। একবার জাগরিত হও, এবং জ্ঞানরূপ বিমানে অধিরূঢ় হইয়া এই বিশ্ব-রাজ্যের আশ্চর্য্য শোভা দর্শন কর। তোমরা নশ্বরকৃত অচিরকালস্থায়ী বিনশ্বর শোভা অবলোকন করিয়া কতদূর পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইবে? তোমরা ইষ্টক কাষ্ঠাদি বিনির্ম্মিত সুরম্য অট্টালিকা ও জয়স্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেতু, ও দুর্গম্য দুর্গসকল প্রস্তুতকারী ব্যক্তিবৃন্দের কতই প্রশংসা কর, এবং রচয়িতার শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ কতই আনন্দিত হও। আহা। বিশ্বপাতা বিশ্ববিধাতা সেই বিশ্বেশ্বরের নিকট কি আর কেহ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, আহা। এই বিশ্ব সংসারের

কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, যাহার উপমার আর স্থল নাই।

হে জীব! একবার স্থিরচিত্তে সেই পরম শিল্পকর্ত্তা বিশ্বকর্ত্তাকে স্মরণ কর। সংসার-সুপ্তি হইতে জাগরিত হও, এবং জ্ঞানরূপ স্যন্দনে অধিরূঢ় হইয়া বিশ্বের শোভা দর্শন কর। তোমরা মনুষ্যকৃত অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য কাষ্ঠলৌহসংযোগবিনির্ম্মিত গৃহসামগ্রী গ্রহণ করিয়া কতই পরিতোষ প্রকাশ কর, এবং সেই দ্রব্যনিচয়ের নির্ম্মাতাকে কতই ধন্যবাদ প্রদান কর। আহা! যে মহাপুরুষ ঐ দ্রব্য-সমূহ সৃজন করিয়াছেন একবার তাঁহাকে স্মরণ কর। হে জীব! তোমরা অত্যল্পকালস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর ধাতুবিনির্ম্মিত সামান্য দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া কতই আনন্দিত হও, একবার সেই ধাতু নিকরের কারণ-কারণকে স্মরণ কর। তোমরা মনুষ্যকৃত সূত্র ও পশমাদি বিনির্ম্মিত বস্ত্র-নিচয় গ্রহণ করতঃ কতই সন্তুষ্ট হও, এবং ঐ বস্ত্র-নির্ম্মাতার শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি কতই ধন্যবাদ প্রদান কর, এবং একখণ্ড সামান্য তূলা ও পশম

হইতে ঐ উত্তম বস্ত্র কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল তাহার আলোচনা কর। আহা! সেই নির্ম্মাতার বুদ্ধিবৃত্তি কে দিল এবং কাহাহইতেই বা ঐ বস্তুবূহের সুত্রোৎপাদিকা শক্তি উৎপন্ন হইল; হে জীব! একবার তাহার অনুধ্যান কর, এবং সেই বিশ্ববিধাতাকে হৃদয়রাজ্যে বরণ কর। হে জীব! তোমরা নিদ্রাহইতে উত্থিত হও এবং জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া বিশ্বের শোভা দর্শন কর। তোমরা বিবিধ রত্নরাজিবিরাজিত অলঙ্কারাদি ধারণ করতঃ কতই সৌন্দর্য্য লাভ কর ও সেই আভরণকর্ত্তাকে কতই ধন্যবাদ প্রদান কর। একবার সেই রত্নরাজির বিরচনকর্ত্তাকে স্মরণ কর, এবং তাঁহার বিচিত্র শিল্পনিপুণতার বিষয় হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত কর। আহা! তাঁহার নিকট কি আর কেহ শিল্পপটুতা প্রকাশ করিতে পারগ হয়? মৃত্তিকায় স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যনিচয়ের উৎপত্তি এবং অপার জলধিজলমধ্যে সামান্য শুক্তিগর্ভে মুক্তার উদ্ভব, ইহা কেবল সেই সর্ব্বেশ্বরেরই অপার মহিমা। অন্য কাহার এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিবার ক্ষমতা নাই।

হে জীব! তোমরা সামান্য-বস্তু-সঞ্জাত অত্যল্পকালস্থায়ী যন্ত্রসমূহ ঈক্ষণ করিয়া কতই সন্তোষ লাভ কর, এবং বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট ধ্বনি শ্রবণে কতই সুখ অনুভব কর ও দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান আরোহণে বহু দিবসের পথ মুহূর্ত্তমাত্রে গমন করিয়া কতই পরিতৃপ্ত হও। একবার দেহযন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রভাব হৃদয়মধ্যে ভাবনা কর, এবং ঐ বাষ্পকুলের অতুল শক্তি যে মহদাশয় পুরুষ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে স্মরণ কর। তোমরা যে অদ্ভুত ঘটিকাযন্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গতিবিধির বিষয় বিবেচনা করতঃ একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হও ও নির্ম্মাতার কার্য্যদক্ষতার প্রতি বারম্বার প্রশংসা কর। একবার স্থিরচিত্তে এই প্রাণিযন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং এই অদ্ভুত যন্ত্রের স্রষ্টা সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী পুরুষকে একাগ্র চিত্তে অনুধ্যান কর। তোমরা অচিন্তনীয় বাষ্পীয় যন্ত্রের সম্যগনুধাবন করিয়া এবং তাহা হইতে নানাবিধ কাম্যবস্তু উৎপন্ন হইতে দেখিয়া কতই চমৎকৃত হও; অতএব একবার দেহযন্ত্রের কার্য্যকলাপাদি দর্শন কর। অহা! দেহযন্ত্রের নিকটকি আর কিছু

আশ্চর্য্য যন্ত্র আছে! জগদীশ্বর এই প্রাণিযন্ত্রের প্রতি কি আশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাণিনিচয়ের আহার,বিহার,গতিবিধি,উৎপত্তি, স্থিতি, মৃত্যু প্রভৃতি কার্য্যাদি দর্শন করিয়া সেই অচিন্তনীয় প্রভূতবলশালী পরমাত্মাকে একবার চিত্তবিষ্টরে আহ্বান কর। হে জীব! একবার মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রতি নয়ন নিয়োজিত কর। তোমরা অত্যদ্ভুত তাড়িত যন্ত্রের অসামান্য দ্রুতগতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া কতই বিস্ময়াপন্ন হও। একবার ঐ বিদ্যুতের সৃজন-কর্ত্তার বিমল জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ কর। তোমরা অতি সামান্য-বস্তু-কদম্বের আবিষ্কারকগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা ও কার্য্যকৌশলের নিপুণতার কতই ধন্যবাদ দাও। আহা! একবার এই সমস্ত বিশ্বরাজ্যের আবিষ্কর্ত্তাকে জ্ঞাননেত্রে অবলোকন কর, এবং তিনি কি প্রকার আশ্চর্য্য কৌশলে এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন একবার তাহার আলোচনা কর,ও এইবিশ্বের উপরিভাগে অত্যদ্ভুত চন্দ্রাতপসদৃশ গগণমণ্ডল দর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত হও। আহা। যখন ঘোর রজনীকালে ঐ আকাশমণ্ডলে একবার দৃষ্টিপাত

করি তখন আমাদিগের মন-আকাশে কি আশ্চর্য্য ভাবেরই উদয় হয়। বোধ হয় যেন কোন অদ্ভুত শিল্পকর্ত্তা বিরলে বসিয়া ঐ প্রিয়দর্শন চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং লোকসকলের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত বিচিত্র বর্ণে বর্ণিত ও বহুসংখ্যক উজ্জ্বল প্রভাশালী হীরকখণ্ডে খচিত করিয়াছেন। হে জীব! এই বিষম নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আর কতকাল অতিবাহিত করিবে? তোমরা ঘোর নিদ্রা হইতে উত্থিত হও এবং জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া বিশ্বেবশোভা দর্শন কর। আহা! যখন পবিত্র পৌর্ণমাসী নিশাতে রজতময়-থালা-সদৃশ নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করি তখন আমাদিগের চিত্তসরোবর আনন্দরূপ প্রফুল্ল কুমুদদ্বারা শোভিত হইয়া কি অপূর্ব্ব ভাবই ধারণ করে! তখন ঐ বিমল সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিই অনুভূত হয় এবং সেই হিমকরের করনিকরে এই জগতীতলের কি আশ্চর্য্য শোভাই লক্ষিত হয়! আহা! যখন আমরা উষাকালে শয্যা হইতে উত্থিত হওত দিক্‌চতুষ্টয় নিরীক্ষণ করি তখন আমাদিগের হৃৎ-শতদল প্রবলানন্দ-

দিনকর-কিরণে বিকসিত হইয়া কি মনোহর প্রভাই ধারণ করে। ঐকালে উদয়াচলের শিরোভাগে অতি শাম্য-মূর্ত্তি দিননাথকে দর্শন করিয়া কতই তৃপ্তি লাভ করি! এবং লোকলোচনের কৃপাদৃষ্টে আমরা লোচন প্রাপ্ত হইয়া দিক্-দশ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই ও দ্বিজকুলের কণ্ঠবিনির্গত সুমিষ্ট ধ্বনি শ্রবণে কতই পরিতৃপ্ত হই। আহা! কে এই সুদৃশ্য বিহঙ্গমগণকে সৃষ্টি করিল কেইবা ইহাদিগকে এই সর্ব্বজনচিত্ত-রঞ্জক সুমধুর তাননিচযের উপদেশ দিল? আর এই সুরম্য প্রভাত সময়ে প্রভাতি গাইতে কেইবা নিযুক্ত করিল? হে জীব। তোমরা এই অবোধ পক্ষিকুলের শিক্ষাপ্রদায়ক সেই নিরঞ্জনকে একবার সাবধান হইয়া অন্তর-সদনে আহ্বান কর।

প্রভাত বর্ণন।

প্রভাত সময়, কিবা সুখময়,
দেখ নেত্র তুলি জীব।
জগত কারণ, কবেন সৃজন,
সাধিবারে তব শিব॥

জগত আধার, নাশিতে আঁধার,
জীবে করিবারে ত্রাণ।
বিরলে বসিয়া, অনেক ভাবিয়া,
করেছেন এ নির্ম্মাণ ॥
নতুবা এমন, অতি সুশোভন,
হইত না কদাচন।
দেখ নভোভাগ, কিবা অনুরাগ,
করাইছে দরশন ॥
অতি সুবিমল, যেন নদীজল,
অনিলবিহীনে স্থির।
তেমনি ধবল, কর দরশন,
উন্নত করিয়া শির ॥
যেমন সে জলে, ফেলিলে কমলে,
ভাসি গিয়া শোভা হয়।
তেমনি কেমন, হয়েছে শোভন,
হয়ে রবির উদয় ॥
পূর্ব্বদিক চয়, কিবা শোভাময়,
দেখ দেখি দিয়া মন।
যেন স্বর্ণরাজি, স্ব রূপ বিরাজি,
আল করে এ ভুবন ॥
দেখ সমীরণ, বহিয়া কেমন,
নাশিছে জীবের দুখ।
সেবি সমীরণ, যত জীবগণ,
পেতেছে অতুল সুখ ॥

বৃক্ষ-লতা-চয়,　　কিবা শোভাময়,
　　হয়েছে প্রফুল্ল ফুলে।
দেখিয়া ওরূপ,　　ভাব বিশ্বরূপ,
　　যে কোনা থেকোনা ভুলে ॥
ওহে জীবগণ,　　দেখ দিয়া মন,
　　বিশ্বের বিপুল শোভা।
শোভার আকর,　　এই চরাচর,
　　দৃষ্টে হয় মনলোভা ॥
দেখ দ্বিজবরে,　　বসি বৃক্ষোপরে,
　　যতনে ধরিয়া তান।
প্রভুর রচনা,　　করিতে ঘোষণা,
　　আনন্দে করিছে গান ॥
যত পশুগণ,　　করিছে ভ্রমণ,
　　ছাড়ি ছাড়ি নিকেতন।
পূরাতে উদর,　　হইয়ে কাতর,
　　করিতেছে বিচরণ ॥
গোপালকগণ,　　লইয়ে গোধন,
　　চলেছে আপন স্থানে।
বাহকসকল,　　মিলি দলে দল,
　　আরোহী তুলিছে যানে ॥
উপাসকগণ,　　হয়ে হৃষ্ট মন,
　　যেতেছে ভজনালয়।
করিয়ে ভজনা,　　পূরাবে বাসনা,
　　হবে মোক্ষপদে লয় ॥

বিদ্যাবিতগণ, করিয়ে যতন,
দিইতেছে মন পাঠে।
কৃষক সকল, লইয়ে লাঙ্গল,
যেতেছে আপন মাঠে॥
পথিক-নিচয়, দেখি আলোময়,
হয়ে হরষিত মন।
গাত্রোত্থান করি, মুখে বলে হরি,
চলেছে যথায় মন॥
নাবিকসকল, করি কলবল,
খুলি খুলি নিজ তরী।
জোর করি বুকে, বাহিতেছে সুখে,
স্মরণ করিযে হরি॥
জেলে মালাগণ, করিছে গমন,
ধরিবারে বলি মীন।
ব্যবসায়িগণ, সবে হৃষ্ট মন,
পেয়ে অভিনব দিন॥
হইয়ে উল্লাস, করিছে প্রকাশ,
ভাল ভাল দ্রব্য যত।
যত শিশুগণ, হয়ে হৃষ্ট মন,
ক্রীড়ায হতেছে রত॥
স্নান-অর্থিগণ, করিছে গমন,
যথায় নদীর তীর।
এইরূপে জীব, করে নিজ শিব,
মন প্রাণ করি স্থির।

কুল-বধূ-কুল, হইয়ে ব্যাকুল,
করিতেছে গৃহ কার্য্য।
তাঁরে অনুক্ষণ, ভাব ভ্রান্ত মন,
যাঁর এ অখিল রাজ্য॥

আহা! স্বভাবের কি আশ্চর্য্য প্রভাব ক্ষণে ক্ষণে সকলেই ভাবান্তরিত হয়, পরক্ষণেই আবার হরি পূর্ব্বভাব হরণ করিয়া মধ্যাহ্নকালোচিত প্রচণ্ডভাব ধারণ করতঃ বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এক্ষণে আর পূর্ব্বভাবের কণামাত্রও লক্ষিত হয়না, জগৎ আর পূর্ব্বের মত সুস্থির নহে সকলেই অস্থির হইয়া সেই নিখিল বিশ্বনাথের শাসনভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্যসমূহ সম্পাদন করণে প্রবৃত্ত হইতেছে। আহা! স্বভাবের কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা, এই মধ্যাহ্নসময়ে জগতস্থ সমস্ত জীব জন্তু অন্যান্য ক্রিয়াকলাপাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল উদরপূরণের অভিপ্রায়েই ভ্রমণ করিতেছে; আহা! উদর কি আশ্চর্য্য পদার্থ। জগৎপিতা পরম বিধাতা এই উদরমধ্যে কীদৃশ শিল্পকার্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন। এই চমৎকার

উদরযন্ত্রের নিকট অত্যুত্তম বাষ্পীয়যন্ত্রের শোভা-
ইবা কোথায় থাকে। জন্তুসকল নানাবিধ সামগ্রী
ভক্ষণ করিয়া জঠরানলের বিষম দহনহইতে
পরিত্রাণ পায়, পরে সেই ভক্ষিত বস্তুসমূহ
প্রচণ্ড জঠরানলের দ্বারা পরিপাক হইয়া প্রকা-
রান্তরে পরিনত হওত দেহের পুষ্টি সাধন করে।
আহা! জগৎপাতা জগদীশ্বর কি আশ্চর্য্য
কৌশলেই এইজীবলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন
এবং তাহাদিগকে কি অদ্ভুত নৈসর্গিক গুণেই
ভূষিত করিয়াছেন; তিনি যদ্যপি প্রাণিদিগকে
অপার ক্ষুধাবৃত্তি প্রদান না করিতেন তবেআব
তাহারা আহার গ্রহণে ইচ্ছুক হইত না। এবং
আহারাভাবে তাহাদিগের শরীর শীর্ণ জীর্ণ হইয়া
অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইত, এবং এই অখিল
ব্রহ্মাণ্ডের আর এরূপ শোভাও থাকিত না।
এই ভূমণ্ডলে স্বভাবজাত বস্তু ব্যতিরেকে
আর কোন বস্তুই দৃষ্ট হইত না। যে
হেতু জগতে আমরা যেসকল দ্রব্য দর্শন বা
ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই লোকে স্ব স্ব
জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করি-
য়াছে। যদি উদরের জ্বালা না থাকিত তবে

আঁর এই জগৎ সুরম্য হর্ম্যনিচয়ে সুশোভিত হইত না এবং বিবিধ গৃহসামগ্রীও দৃষ্ট হইতনা। বিচিত্র বসনভূষণও আর দৃষ্ট হইত না এবং যানবাহনাদি যে অতি সুখদ বস্তু তাহারও অভাব হইত। আর আমরা যেসকল বর্ণ ও শব্দ লইয়া এতাদৃশ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে পারগ হইতেছি, তাহাইবা কোথায় থাকিত এবং সুবিস্তীর্ণ হট্টমধ্যে সুরম্য বিপণি সকলইবা কোথায় থাকিত? এই প্রকারে জগতে সকল বস্তুরই অভাব হইত। আহা! জগৎপিতা জগদীশ্বর কি এক আশ্চর্য্য ক্ষুধাবৃত্তি প্রদান করিয়া লোকসকলকে একসূত্রে বদ্ধকরতঃ বিশ্বরাজ্য শাসন করিতেছেন। তিনি যদ্যপি এই জীবলোকে ক্ষুধাবৃত্তি প্রদান না করিতেন তবে এই প্রাণিসকল কোনকালে বিনষ্ট হইত। দেখ এই ক্ষুধাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোকে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছে। যদি এই ক্ষুধাবৃত্তি না থাকিতএবং ঈশ্বরপ্রসাদাৎ বায়ুমাত্র ভক্ষণকরিয়া আমরা জীবিত থাকিতাম এবং অন্যান্য ইতর জন্তুর ন্যায় উলঙ্গ হইয়া বনমধ্যে বা গিরিগহ্বরে অবস্থিতি করিতাম, তবে

কি আর এই বিশ্বসংসারের এতাদৃশ শোভা থাকিত।

আহা! কালের কি বিচিত্র গতি! কাল একবারও সুস্থির নহে। এই রূপে মধ্যাহ্নকাল গত ও অপরাহ্নকাল আগত হইলে দিননাথও সমস্ত দিবা বিশ্বরাজের নিযোজিত কার্য্য পালন করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হওত, মৃদু-ভাবে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। এইরূপে লোকলোচন লোক-সকলের দৃষ্টিপথ-হইতে অপসৃত হইলে,সমস্ত জগৎ একেবারে অন্ধকারে আবৃত হইল এবং রজনীচর জন্তুসকল সময় পাইয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিল ও ক্ষুৎপি-পাসা নিবারণ করিবার নিমিত্ত দিগ্ দিগন্তরে ধাবিত হইতে লাগিল এবং দিবাচর প্রাণিসকল নিস্পন্দভাবে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল।

আহা! কালের কি আশ্চর্য্য গতি কাল ঘুর্ণি-চক্রেরন্যায় অনুক্ষণই পরিভ্রমণ করিতেছে। অহোরাত্র, যাম, দণ্ড, পল, অনুপল, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ ইত্যাদিরূপে নব নব ভাব ধারণ করিয়া এই ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করি-

তেছে এবং বিশ্বকর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় ভাবের পরিচয় দিতেছে। হে জীব! একবার অখিলপতিকে স্মরণ কর এবং জ্ঞানরূপ অপূর্ব্ব স্যন্দনে আরোহণ করতঃ বিশ্বের আশ্চর্য্য শোভা দর্শন কর। আহা। স্বভাবের কি চমৎকারিণী শক্তি, যাহার কিছুতেই ব্যত্যয় হয না; সেই স্বভাবের মনোহর প্রভাব যে মহাপুরুষ প্রদান করিয়াছেন তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিষয় হৃদয় মধ্যে আন্দোলন কর।

নিদাঘমাহাত্ম্য।

নিদাঘরাজ নিজ সহচর ও সহচরীগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া এই অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই বিশাল-তেজশালী বিশ্বেশ্বরের তেজঃপুঞ্জের পরিচয়াদি লোক সকলকে পরিজ্ঞাত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবাধিদেব সেই মহাদেবের আদেশমতে সূর্য্যদেব প্রচণ্ডভাব ধারণ করতঃ এই বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি সহস্র কর বিস্তার

করিযা জগতস্থ সমস্ত দ্রব্য হইতে কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আহা! জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর এই লোকসন্তপ্তকর দিবাকরকে কি আশ্চর্য্য শক্তিই প্রদান করিয়াছেন। এই সূর্য্যদেবের আকর্ষণশক্তি দ্বারা আকৃষ্টা হইয়া ধরণী যথা-নিযমে অবস্থিতি করিতেছেন,এই তীক্ষ্ণকর কৃপায় বারিদগণ যথানিয়মে বারিবর্ষণ করতঃ ধরণীকে উর্ব্বরা শক্তি প্রদান করিতেছেন এবং এই তেজোরাশির প্রভাবে জগতে নানা রূপের সৃষ্টি হইয়াছে ইনিই অন্নরূপী হইয়া প্রাণিদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান করিতেছেন।

হে! জীব একবার জাগ্রত হও, এবং যে অতুল প্রতাপশালী পুরুষ এই দিনমণিকে এতা-দৃশ প্রচণ্ড প্রভাব প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার প্রভাবের বিষয় একবার স্থির চিত্তে ভাবনা কর। কালের কি বিচিত্র গতি! দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়া বিশ্বসংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। জীবলোক তাঁহার প্রশাসনে অস্থির হইল, এবং গ্রীষ্মের ভীষণ দাপে ধরামণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। জীবকুল গ্রীষ্ম ভয়ে

ভীত হইয়া সুশীতল নিভৃত স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বিহঙ্গবৃন্দ ভীষণ তপনতাপে তাপিত হইয়া সুমধুর তানলয়-বিশুদ্ধ সংগীত করণে বিরত হইয়া কুলায় মধ্যে ও বৃক্ষ শাখায় উপবেশন করতঃ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সিংহ, শার্দ্দুল, বৃক প্রভৃতি শ্বাপদগণ হিংসাবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক জীবন-তৃষ্ণায় জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত নির্ঝর সন্নিধানে প্রধাবিত হইল। করী, করেণু, করভকুল বিষম তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া বৃংহিত ধ্বনি করতঃ জলাশয় অন্বেষণে গমন করিল।

কোন স্থলে জলার্থী কুরঙ্গকুল জলাভাবে চঞ্চল হইয়া মরীচিকা দর্শনে জলভ্রমে ধাবিত হইয়া আত্মজীবন বিনাশ করিতেছে। কোথাওবা সহস্র করে করদান করিয়া নিঃস্ব হওতঃ বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল প্রান্তরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে এবং তজ্জাত জীবকুল একেবারে বিনাশ পাইয়াছে। কোন স্থানে প্রভূত জলশালী সরোবরগণ রাজকরে কর প্রদানে শীর্ণ হইয়া ক্ষীণবিত্ত ভূস্বামিবৎ অতি মৃদুভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং তদুৎপন্ন সরোজিনীগণ মলীনভাবে

লাঞ্ছিত কুলবধূকুলের ন্যায় অধোমুখে কালাতি-পাত করিতেছে। কোন স্থানে প্রবল বেগবতী স্রোতঃস্বতী সকল গ্রীষ্মভয়ে ভীত হইয়া অতি সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কোন স্থানে আম্র, কাঁঠাল, জম্বু, খর্জ্জুর প্রভৃতি সুরস ফল সকল সুপক্ক হইয়া সেই অহ্তেশ্বরের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও বা শ্রান্ত পান্থকুল ব্যাকুল হইয়া অশ্বত্থ ও ন্যগ্রোধাদি পাদপকুলের সুশীতল ছায়াতলে উপবিষ্ট হইয়া পথশ্রান্তি দূর করিতেছে। কোথাওবা কোকিলকদম্বক সুপক্ক আম্রফলের সুমিষ্ট রস পান করতঃ মহানন্দে ভগ্নকণ্ঠে গীত করিতেছে।

হে জীব! আর কত কাল মোহ নিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া কালাতিপাত করিবে? একবার জাগ্রত হও, এবং জ্ঞানবিমানে অধিরোহণ করতঃ বিশ্বের শোভা দর্শন কর। হায় কালের কি বিচিত্র গতি, ক্ষণে ক্ষণে সকলেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দেখ, দেখিতে দেখিতে বিষম মধ্যাহ্ন কাল গত হইল, জগৎ পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিল।

" এখন আর পূর্ব্বের মত জীবলোক অস্থির নহে। এবং প্রখরকর মরীচিমালীও আর পূর্ব্বের মত প্রচণ্ড কর বিস্তার করিয়া দিক্ সমস্ত দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত নহেন। তিনি ক্রমে আত্মভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রাণিগণও মধ্যাহ্ন-তাপে অতিশয় তাপিত হইয়া শান্তিপথ আশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আহা! দুঃখা-বসানে সুখোৎপত্তি কি কমনীয়; মধ্যাহ্ন সময়ে দিননাথ রুদ্রভাব ধারণ করিয়া যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সে ভাব গোপন করিয়া অতি প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করতঃ জীবগণকে সদুপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আহা! কালের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! এখন আর পূর্ব্বভাবের কণামাত্রও লক্ষিত হয় না ভূমণ্ডল আর পূর্ব্বের মত সন্তপ্ত নহে। এক্ষণে বসুমতীর দক্ষিণ দিক্ হইতে অতি সুখাবহ সুমিষ্ট মলয় মারুত আগমন করিয়া প্রাণি-পুঞ্জের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে এবং এই কালোচিত ব্যাপার সমূহ সমুপস্থিত হইয়া সেই অখিলনাথের অতুল কীর্ত্তি ঘোষনা করিতেছে।

কখন প্রচণ্ড • ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইয়া বিশ্বরাজ্য আলোড়িত করিতেছে এবং তরু গিরি উৎপাটিত করিয়া সেই পরম পিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে, কখন বিশাল অশনি-পাতের কড়্ কড়্ নির্ঘোষ শ্রবণে প্রাণিকুল ভয়াকুল চিত্তে নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছে, কখনবা ক্ষণ-প্রভা ক্ষণিক প্রভা প্রকাশ করতঃ সেই জগৎ-প্রভার প্রভাবের পরিচয় দিতেছে, কখন বা মুষলধারে বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই পরম কৃপাবানের দয়ার প্রভাব দর্শাইতেছে এবং শস্যার্থী কৃষককুল ভূপৃষ্ঠে হল চালন করিয়া তৎকালোচিত শস্যসকল বপন করিতেছে।

হে জীব! একবার নিদাঘকালীন বৈকালিক শোভা দর্শন কর ও নির্ম্মল মলয় মারুত সেবনে পরিতৃপ্ত হও। এই রূপে নিদাঘরাজ বিশ্বরাজের নিযোজিত কার্য্য সাধন করিয়া অবসৃত হইলেন এবং কোকিলকুলও ধরণীকে সুমিষ্ট চূতফলচ্যুত দৃষ্টে শোকাভিভূতচিত্তে বনপ্রদেশে প্রবেশ করিল।

গ্রীষ্ম বর্ণন।

গ্রীষ্মরাজ নিজ কাজ, সাধিবার তরে
সহচর সহ করি, এলেন সত্বরে ॥
গ্রীষ্মরাজে হেরি হরি, ধরি উগ্রভাব।
প্রচার করিতে রত, গ্রীষ্মের প্রভাব ॥
উৎসাহ দিবার জন্য, নিদাঘ রাজার।
সর্ব্বনাশ করিছেন, সকল প্রজার ॥
সহস্র করেতে রবি, সলিল শোষণ।
করিছেন আপনার, উদর পোষণ ॥
জলাভাবে প্রজাগণ, মরে পিপাসায়।
মরীচিকা হেরে মৃগ, জীবন হারায় ॥
নিম্নগা জীবন হীন, পুকুর শুখায়।
বারি বিনা মীনগণ, মরে সমুদায় ॥
পক্ষিগণ শাখা ছেড়ে, না রহে কোথাউ।
পথিকের প্রাণ রাখে, বট আর ঝাউ ॥
পথিকে তাপিত দেখি, বটবৃক্ষচয়।
বাহু বিস্তারিয়া বলে, নাহি তব ভয় ॥
পথিক আশ্রয় লয়ে, বটের ছায়ায়।
তপনের তাপ হতে, জীবন বাঁচায় ॥
চাতক চাতকী মরে, বিষম তৃষায়।
শ্বাপদ শীকার ছাড়ি, ধূলায় লুটায় ॥

হা! জল যো জল বলে, যত জীবগণ।
বিপদে উদ্ধার কর, বিপদ ভঞ্জন ॥

ভীষণ গ্রীষ্মের দাপে, সভয়ে মেদিনী কাঁপে,
জীবগণ সদা ব্যাকুলিত।
সদা বহে দেহে স্বেদ, রবি তাপে চিত্ত ভেদ,
কাল হরে হয়ে খেদান্বিত ॥
হয়ে রবি দীপ্তকর, আদায় করিতে কর,
জীবগণে করেন পীড়ন।
হয়ে তারা প্রপীড়িত, ভয়ে হয়ে জড়ীভূত,
ডাকে কোথা জগত জীবন ॥
সহস্র করের করে, পুড়ে তব প্রজা মরে,
ত্রাণ কর নিজ প্রজাগণে।
কৃপবারি করে দান, রাখহ তাদের প্রাণ,
সুখী হক্ তারা প্রাণ মনে ॥

উঠ উঠ উঠ জীব, জ্ঞানরূপ রথে।
ভ্রমণ করিয়া দেখ, প্রকৃতির পথে ॥
সুকৃতি প্রকৃতি দেবী, হয়ে উল্লাসিত।
বিধিমতে করিছেন, জগতের হিত ॥
নিদাঘে ভীষণ গ্রীষ্ম, জীব ব্যাকুলিত।
প্রকৃতি সুকৃতি হয়ে, করে কত হিত ॥

তরুরাজি বিরাজিত হয়, মিষ্টফলে।
জীবগণ হৃষ্টমন হয়, তার বলে॥
এত যে দুর্জ্জয় গ্রীষ্ম, নাহি ভাবে দুখ।
মধুরস আস্বাদনে, সদা পায় সুখ॥
মধুর সুরস আম্র, সুধাময় তার।
ইন্দ্র যে ইন্দ্রত্ব ছাড়ে, পেলে তার তার॥
লিচু, গোলাপজাম, বেল, পাচ, কাঁঠাল।
খর্জ্জুর, ফলসা, জাম, বঁইচ, তমাল॥
কামরাঙ্গা, তরমুজ, ফুটি, তালসাঁস।
অনুকূল হয়ে জীবে, দিতেছে আশ্বাস॥
এরূপ প্রকৃতিগুণে, সুখী জীবগণ।
পিতার চরণ ভাব, অভয় কারণ॥

প্রাবৃট্‌মাহাত্ম্য।

আহা! জগৎপাতা কি আশ্চর্য্য কৌশলে এই সুস্নিগ্ধকর বর্ষাঋতুর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিদাঘে প্রদীপ্তকর মরীচিমালিকে সহস্রকর প্রদান করতঃ এই অখিল রাজ্যের শাসন করিয়া যে বিপুল সম্পত্তি আদায় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বরষারম্ভে প্রজাপুঞ্জের ভরসা প্রদানের নিমিত্ত

সেই গৃহীত ধন অবিশ্রান্ত বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আহা! বিশ্ব-নিয়ন্তা জগৎপাতা সর্ব্বজনপিতা সেই সর্ব্বেশ্বরের নিকট কি আর কেহ দয়াবান্ আছে। তিনি শুদ্ধ প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনের নিমিত্তই অখিল ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন। তিনি সামান্য পুরুষের মত দত্তহারী নহেন, যে তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা আবার পুনঃ গ্রহণ করিবেন। তিনি কেবল প্রজানিচয়ের হিতসাধন জন্যই এই বিশ্ব সংসারের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহাদিগের নিকট হইতে যথানিয়মে কর গ্রহণ করতঃ পুনর্ব্বার তাহাদিগকেই আবার প্রত্যর্পণ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। হে জীব! আর কতকাল সুসুপ্তাবস্থায় থাকিয়া সময়াতিপাত করিবে, একবার প্রবুদ্ধ হও এবং সেই অদ্বৈতেশ্বরের প্রেমধারা সদৃশ এই বারিধারা দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান কর। এখন আর নভোমণ্ডল পূর্ব্বের মত নির্ম্মল নহে, এবং জীবকুলও আর ভয়াকুল নহে, ধরণীও আর তাদৃশ সন্তপ্তা নহেন। ধরণী ভীষণগ্রীষ্মো-দয়ে রবিকরাক্রান্ত হইয়া যেন ঘোর জ্বরবিকার

শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রমত্ত ষট্‌পদ সকল মকরন্দ পানে উন্মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে সেই ভুবনেশ্বরের গুণ গান করিতেছে। ভেকবর্গ অগাধনীরে অবগাহন করতঃ মহানন্দে মুক্তকণ্ঠে শিখিকুলকে ব্যঙ্গ করিতেছে। হস্তিযূথ তরঙ্গিণী-তোয়ে ভাসমান হইয়া কুম্ভোত্তলন করতঃ সেই অনাথনাথকে ধন্যবাদ কবিতেছে। কৃষকনিকব প্রফুল্লচিত্তে কর্দ্দমাক্ত কলেবরে নিজ নিজ ক্ষেত্র মধ্যে নব নব ধান্য বৃক্ষ সকল রোপণ করিতেছে। এবং আনারস, পিযারা, কাঁঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল সকল সুপক্ক হইযা জীবলোকের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে। এইরূপে বরষা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ধন ব্যয করিয়া নির্ভরসার সহিত পলায়ন করিল। বিশ্বপতিও বিশ্বরাজ্যকে শাসনশূন্য দেখিয়া শরদ্‌রাজকে প্রতিনিধি স্বরূপে এই বিশ্ব-সংসার শাসন করিতে প্রেরণ করিলেন।

প্রাবৃট্ বর্ণন।

গ্রীষ্মরাজ সাধি কাজ, হলো তিরোহিত।
সময় পাইয়া বর্ষা, হইল উদিত॥
বর্ষায় ভরসা পেয়ে, যত জীবগণ।
সংসারের কার্য্য করে, হয়ে হৃষ্ট মন॥
নিদাঘেতে দিনকর, ধরে বহু কর।
প্রজার নিকটে লন, বিধি মতে কর॥
বহু করে কর দান, করে প্রাণিগণ।
একেবারে হয়ে ছিল, নিতান্ত নির্ধন॥
দেখিয়া তাদের দুখ, বিপদতারণ।
অনুক্ষণ করিছেন, বারি বরিষণ॥
সুধারূপ বারিধার, পেয়ে জীবগণ।
সর্ব্ব দুখ পাসরিয়া, হরষিত মন॥
নিদাঘে তপন তাপে, হইয়া তাপিত।
সকল শোভায় পৃথ্বী, হয়েছে বঞ্চিত॥
বরষা উদয়ে সদা, পেয়ে বারিধার।
পৃষ্ঠদেশে ধরিছেন, যত শস্য ভার॥

আহা কি বর্ষার শোভা, জগজ্জন মনোলোভা,
দরশনে চিত্ত পুলকিত।
দিবানিশি পড়ে ধারা, মেঘে ঢাকে চন্দ্র তারা,
জলদেতে অর্ক আচ্ছাদিত॥

ইহা দেখি সূর্য্যমুখী, থাকে হয়ে অধোমুখী,
সূর্য্যের সে হয় সোহাগিনী।
দেখিয়া তাহার রূপ, ব্যঙ্গ করে কত রূপ,
আর তার যতেক ভগিনী॥
মেঘোদয়ে শিখিগণ, হয়ে অতি হৃষ্ট মন,
গিরিশৃঙ্গোপরে নাচে গায়।
শুনিয়ে তাদের গান, যত ভেক ভাগ্যবান,
উচ্চ রবে সতত ভেঙায়॥
বিহঙ্গমগণ যত, সবে আহারেতে রত,
মাঠে চরে গোধন সকলে।
এইরূপ নানামতে, জীব জন্তু সকলেতে,
সুখী হয় বরষার বলে॥
অরে মন ভ্রান্ত মতি, আমি তোরে করি স্তুতি,
ভাব সেই নিত্য সনাতনে।
তাঁহারে ভাবিলে মন, পাবে তুমি নিত্যধন,
কত সুখ পাবে সদা মনে॥

শরৎ মাহাত্ম্য।

শরদ্রাজ বিশ্ব-রাজের আজ্ঞাধীন হইয়া বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরদ্রাজের প্রশাসনে আকাশমণ্ডল ও দিক্ সকল পরিষ্কৃত হইল; জলাশয় সকল নির্ম্মল হইল;

জীবগণ প্রফুল্ল চিত্তে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। আহা! শরদের কি মনোহর প্রভা! জগদীশ শরৎকে কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যই প্রদান করিয়াছেন। শরদ্ যেন সর্ব্বাঙ্গে পারদ্ লেপন করতঃ সমুজ্জ্বল শুভ্রকান্তি প্রকাশ করিয়া লোক-দিগকে আপন সৌন্দর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে। শরদ্ যেন বরদ হইয়া এই ধরণীধামে অধিষ্ঠিত হওত প্রাণিদিগকে বর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। শরদের আগমনে এই ধরণীতলে মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল। সরোবর সকল নির্ম্মল নীরে বিরাজিত হইয়া জীবকুলকে সুখী করিল। নদী সকলও তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাহঙ্কার ভাবে তীর সন্নিধানে নিজ অঙ্গ প্রসারণ করতঃ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। বন-পর্ব্বতাগত জল সকল তটিনী সহিত মিলিত হইয়া সাগর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। সাগর ও বন গিরি প্রদত্ত অর্ঘ্য সদৃশ সেই পয়োরাশি প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং আনন্দে স্ফীত হইয়া কলকল শব্দে তটিনীর দিকে ধাবিত হওত স্বীয় মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সাগর-জাত প্রাণিগণও সেই জলধিস্রোতে

ভাসমান হইয়া তরঙ্গিণীগর্ব্ভে আগমন করিতে লাগিল। তরঙ্গিণী তাহাদিগকে দত্তক পুত্র জ্ঞান করতই যেন অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

হে জীব! একবার স্থিরচিত্তে এই জলস্থল বিরচনকর্ত্তা সেই বিশ্ব-কর্ত্তাকে স্মরণ কর, এবং তাঁহার রচিত এই অপার পয়োনিধি-নিকরের উৎপত্তির বিষয় একবার হৃদয়মধ্যে ভাবনা কর। দেখ। অপার কুপার মধ্যেও তিনি কি আশ্চর্য্য কৌশলে অগণ্য জীবনিকরের সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রাণিগণও সেই বিশ্ব-নিয়ন্তারই নিয়মানুসারে সাগরগর্ব্ভে বিরাজ করিতেছে। আহা। কি দয়ার প্রভাব-লবণে জীবের উৎপত্তি স্থিতি! যেখানে লবণ সংস্পর্শেই প্রস্তরাদি অতি কঠিন পদার্থও জর্জ্জরীভূত হইয়া বিনাশ দশায় পতিত হয়, সেখানে অতি কোমলভাবাপন্ন জীবনিকরের সঞ্চার কি প্রকারে হইল!!! দেখ এই অসীম জলধিনীরে কত শত প্রাণী বিচরণ করিতেছে। মকর, নক্র, শুশুক, হাঙ্গর, মৎস্য, শম্বুক, শুক্তি, শঙ্খ, কর্কট কপর্দ্দক কূর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ জন্তু পরম সুখে বিচরণ

করিয়া অনায়াসে কার্য্যকলাপাদি সমাধা করি-
তেছে। সাগর আকাশকে দৃষ্টি করিয়া তাহার
অসীম তরঙ্গের সীমা প্রাপ্ত না হইযা আপনাকে
ক্ষুদ্র বোধ করতঃ মনোদুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস
পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গ স্ফীত করিয়া
আপন মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেছে। কখন
আবার আপনাকে আকাশ হইতে নিতান্তই
লঘু স্থির করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রশ্বাস গ্রহণ
করতঃ অঙ্গ সংকোচ দ্বারা সেই অনন্তকীর্ত্তির
যশোরাশির পরিচয় দিতেছে। হে জীব! একবার
স্থির-চিত্তে এই চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণোৎপন্ন
জোয়ার ভাঁটারূপ ব্যাপারকে দর্শন কর; এবং
যে মহাত্মা কর্ত্তৃক ঐ অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত
হইতেছে একবার তাঁহাকে স্মরণ কর। দেখ
তাঁহার কৃপায় এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত
হইয়াছে। তাঁহারই অপার করুণা প্রভাবে বেগ-
বতী নদী সকল পর্ব্বত প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন
হইয়া জগতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এবং
তটিনীজনক ভূধর সকলও সেই চিন্ময়ের আদেশ-
মতে ভূখণ্ড ভেদ করতঃ মহীরুহবৎ উৎপন্ন হইয়া
তাঁহার অপার মহিমা জ্ঞাপন করিতেছে।

হে জীব! আর কতকাল মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া কাল যাপন করিবে, একবার জাগ্রত হও এবং জ্ঞানরূপ স্যন্দনে আরূঢ় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা দর্শন কর। আহা! শরৎকালীন শ্বেতপক্ষ রজনী কি মনোহারিণী শোভাই ধারণ করে, বোধ হয় রজনী যেন রজতময় অঙ্গ ধারণ করিয়া স্বীয় নাথের মনোরঞ্জন করিতেছে, এবং সপত্নী কুমুদিনীকে খর্ব্ব করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইতেছে, কুমুদিনীও দুরন্ত সপত্নী ভয়ে ভীতা হইয়া সরোবর মধ্যে আত্ম-প্রভা বিকাশ করতঃ পতির মন আকর্ষণ করিতেছে। শশাঙ্ক উভয় পক্ষে কর্ষিত হইয়া যেন নব অনুরাগ বশতঃ কুমুদিনী নিকটে গমন করতঃ প্রথম পত্নীর অভিমান ভয়ে কম্পিত হইতেছেন। যামিনী এইরূপে নিজ পতিকে অন্য কামিনী অনুরক্ত অবলোকন করিয়াই যেন মনোদুঃখে ম্রিয়মান হইয়া বনপ্রদেশে গমন করিল। শরৎও আত্মকার্য্য সাধনান্তর বিশ্বপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে হেমন্তরাজ অবসর পাইয়া বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে আগমন করিলেন।

শরদ্বর্ণন।

সঞ্চিত সকল ধন, করি বিতরণ।
নিঃস্ব হয়ে বর্ষারাজ, করে পলায়ন॥
বর্ষাকে পলাতে দেখি, শরদ্‌ রাজন।
শাসিবারে বিশ্বধামে, করে আগমন॥
শরদের আগমনে, অখিল সংসার।
পূর্ব্বভাব ছাড়ি ধরে, নূতন আকার॥
বরষা রাজের কালে, নদ নদী চয়।
ধরিয়া গৈরিক রঙ্গ, সদা কাল বয়॥
শরদ্‌ উদয়ে তারা, হয়ে পরিষ্কার।
স্ফটিক প্রস্তরবৎ, ধরেছে আকার॥
প্রাবৃটের ধারা পেয়ে, সদা বসুমাতা।
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া কাদা তুলে নাই মাথা॥
হইয়ে প্রখর কর, তপন রাজন।
করিছেন বসুধার, সলিল শোষণ॥
সলিল বিহীনে কাদা, হয় ধূলি ময়।
সেকারণে কাদাহীন, হয় দিকচয়॥
বর্ষায় হইয়ে নভঃ, অম্বরাচ্ছাদিত।
সদাক্ষণ দিবাকরে, রাখে লুক্কায়িত॥
এখন শরদি নভঃ, সদাই নির্ম্মল।
খর্ব্ব গর্ব্ব মেঘদল, হয় হীন বল॥

শরদের আগমনে, সব শুভ্রময়।
জলস্থল নভ আদি, পরিষ্কার হয়॥
প্রাণিগণ মহানন্দে করে বিচরণ।
পদ্মিনী কুমুদে শোভে, সরসী জীবন॥
বৃক্ষগণ শোভান্বিত হয়, পক্বফলে।
চন্দ্রতারা দীপ্তি পায়, শরদের বলে॥
পৃথ্বী পৃষ্ঠে ধানা শোভে, হয়ে নত শির।
অতি বেগবতী হয়, স্রোতস্বতী নীর॥
এইরূপে শোভা পায় শরদ্ রাজন।
জগৎ পিতারে মন, করহ স্মরণ॥

হেমন্ত মাহাত্ম্য।

আহা! কালের কি বিচিত্র গতি। এক্ষণে আর পূর্ব্বভাবের কিছুই লক্ষিত হয় না, সকলই নূতনভাব অনুভূত হইতেছে। এখন আর সূর্য্যরশ্মি তত প্রখর নাই। নভোমণ্ডলও আর পূর্ব্বের মত নির্ম্মল নহে। শশধরও এক্ষণে কিরণ পরিহীন হইয়া লোকরঞ্জন করণে পরাঙ্-মুখ হইযাছেন এবং দুরন্ত হেমন্তের তুষারজালে বেষ্টিত হইয়া দিবা প্রদীপের ন্যায় অত্যল্প

প্রভা প্রকাশ করতঃ অতি দীনভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। হিমের ভয়ে ভীত হইযা তরুলতা, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিদ সকল সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিযাছে। অতি বেগবতী নদী সকল নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আহা! বিশ্ব নিয়ন্তার কি অখণ্ডনীয প্রভাব, তাঁহারই সেই প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রভাব না থাকিলে এই জগৎ কোন্ কালে বিনাশ দশায পতিত হইত। হে জীব! এক বার জাগ্রত হও এবং জ্ঞানরূপ স্যন্দনে আরোহণ করিয়া বিশ্বের শোভা দর্শন কর। আহা। কালের কি অভাবনীয় ক্ষমতা! কাল স্বভাব প্রাপ্ত হইযা স্বভাবজাত বস্তু সমূহের ভাবের পরিবর্ত্তন করিতেছে। দেখ হেমন্তকাল আগত হইযা কি অপূর্ব্ব নিয়মেই এই সসাগরা ধরামণ্ডল শাসন করিতেছে। প্রভূতভোয়া নিম্নগা সকল হেমন্তাগমনে ভীতা হইয়া নিষ্পন্দভাবে কালাতিপাত করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে যাহারা বৃহদাকার বিস্তার করিয়া বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল,— এক্ষণে তাহাদিগের সে ভাবের আর কিছুই .

লক্ষিত হয় না। দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় সকল ক্রমে ক্রমে স্বীয় অঙ্গ সঙ্কোচ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এবং তজ্জাত মনোহারিণী কুসুমাবলী দুরন্ত হেমন্ত দাপে বিদলিত হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে।

তোযস্বিনী এইরূপ হেমন্ত সমাগমে মনো-হর ভূষণে বঞ্চিত হইযা মন প্রবোধের নিমিত্ত শৈবাল,শুসুনী,কলমী আদি লতাদামকে আশ্রয় করিয়া শোভা পাইতেছেন, এবং পদ্মি-নীর পবিবর্ত্তে অগণ্য কলমীপুষ্প বিকশিত হইয়া তোয়স্বিনীর সুদর্শন পুণ্ডরীক অদর্শনের মনোবেদনা অপনোদন করিতেছে। মণ্ডূকবর্গ জলক্রীড়া পরিত্যাগ করতঃ চরবিবরে প্রবেশ করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায মগ্ন হইযাছে, এখন আর তাহাদিগের কণ্ঠবিনির্গত সুমিষ্টধ্বনি কর্ণগোচর হয় না, এখন তাহারা অনশন-ব্রত ধারণ করতঃ নিজ নিজ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিযা মৌনভাবে বিশ্বপতির নিকট আত্মদুঃখ জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মৎস্যাহারী বিহঙ্গম বৃন্দ ভোজনাশয়ে চরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করি-

তেছে, ধীবরগণ জলে জাল ক্ষেপন পূর্ব্বক বহু-সংখ্যক মৎস্য ধৃত করতঃ স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, সিহুলিগণ খর্জ্জুর বৃক্ষের কণ্ঠদেশ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক সেই করুণাময়ের স্নেহ-রসতুল্য সুমধুর রস গ্রহণ করিয়া তদ্দারা নানা-বিধ উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত করতঃ জীবলোককে সুখী করিতেছে। আহা! কি দয়ার প্রভাব এই প্রশুষ্ক কালে অতি কঠিন প্রকৃতি ক্রম স্কন্ধে সুস্নিগ্ধ সরস রসের সঞ্চার কিপ্রকারে হইল!!! হে জীব! একবার স্থিরচিত্তে এতদ্বি-ষয়ের নিগূঢভাব ভাবনা কর, এবং তোমাদিগের অবাধ্য রসনাকে প্রশাসন করত সুমধুরতানে সেই অদ্ভুতেশ্বরের গুণ গান কর, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাবজাত দ্রব্য সমূহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

দেখ হেমন্ত রাজের অধিষ্ঠানে জগতের কি চমৎকার ভাবই লক্ষিত হইতেছে, এখন আর পূর্ব্বের মত দিননাথ উগ্রভাব ধাবণ করি-য়া লোকদিগকে সন্তপ্ত করিতে উদ্যত নহেন, এখন তিনি পূর্ব্বভাব পরিহার পূর্ব্বক বালকের ন্যায় অতি প্রসান্তভাব ধারণ করিয়া বিশ্বরাজ্য

শাসন করিতেছেন, এখন আর তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ দৃষ্ট হয় না, এখন তিনি আর প্রখর কর বিস্তার করিতে সমর্থ নহেন, এখন তিনি আর চতুর্মাসাহ রাজ কার্য্য সম্পাদন করণে বিরত থাকেন না, তিনি এখন নিতান্ত নির্ব্বির্য্যের ন্যায় হেমন্তের ভয়ে ভীত হইয়া নিজস্থান উত্তরায়ণ পরিহার পূর্ব্বক দক্ষিণায়ণে অবস্থান করিতেছেন। ত্রিলোক জীবন মরুৎ রাজন আর পূর্ব্বের মত সুখকর নহেন। প্রাণিগণ এখন আর তাঁহার আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক নহে, তিনি এখন পূর্ব্বভাব গোপন করিয়া আবার অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছেন। এখন হিমাদ্রি অভিমুখ হইতে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইয়া জীবলোককে ত্রাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং শিশির রাজের বন্দিভাব ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভুয়ো ভুয়ো স্তুতিবাক্যে আহ্বান করিতেছেন। অতি বৃহদঙ্গ পাদপাবলি ফলপুষ্প বিরহে বিষণ্ণ বদনেদণ্ডায়মান রহিয়াছে, উপবন বিহারী প্রাণিগণ এখন আর উপবন বিহারে প্রবৃত্ত নহে, মধুলোলুপ মধুপকুল সুবাসিনী হৃদয়ানন্দ দায়িনী কুসুমাবলিকে পরিশুষ্কমান অব-

লোকন করিয়া মন দুঃখে বন প্রদেশে গুণ গুণ শব্দে রোদন করিতেছে। গর্ভিনী ভল্লূকীগণ দুর্দ্দান্ত ভল্লূকের হিংসা ভযে ভীতা হইয়া নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করত সন্তান প্রসব করিয়া আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাহা-দিগকে রক্ষা করিতেছে। আহা অপত্য-স্নেহের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। ভল্লূকীগণ তিন চারি মাস পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশু সন্তান গুলিকে লালন পালন করে, পরে ঐ সন্তান যখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হয তখন তাহাদিগকে সমভিব্যহারে লইয়া বহির্গত হয়। আহা। জগৎপাতা জগদীশ্বর কি আশ্চর্য্য কৌশলেই এই চমৎকার অপত্য-স্নেহের সৃষ্টি করিযাছেন, এই অপত্যস্নেহ প্রভা-বেই এই জগৎ এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বিরাজ-মান রহিয়াছে। সেই অচিন্তনীয় পুরুষ যদ্যপি এই মহোপকারিণী স্নেহ-বৃত্তি সৃজন না করি-তেন তবে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কখনই অসংখ্য প্রাণীজালে পরিবেষ্টিত হইত না। হে জীব আর কত কাল অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে। তোমরা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা-

মুগ্ধ অকিঞ্চিৎকর এই সংসার সাগরে বিমগ্ন হইয়া কত সুখই অনুভব করিবে। একবার জাগরিত হও এবং শান্তিরূপ সুস্নিগ্ধ সলিলে স্নাত হইয়া সেই পরম পবিত্র নিত্যসুখের আশ্রয় গ্রহণ কর।

অপত্য স্নেহ।

অপূর্ব্ব অপত্য স্নেহ পেয়ে জীবগণ।
করিছে অপত্যগণে লালন পালন॥
পশু পক্ষী কীট আদি যত প্রাণিগণ।
করিতেছে সমভাবে সন্তান পালন॥
আহা কি সুন্দর ভাব ধরেছে স্বভাব।
সকল প্রাণির দেখি একরূপ ভাব॥
শল্লুকী ভল্লুকী ব্যাঘ্রী সিংহী কি মানবী।
পক্ষিণী কীটানী কিবা পতঙ্গী দানবী॥
সকল জননী করে বহুধা যতন।
পালন করিছে নিজ সন্তান রতন॥
দানবী মানবী আদি যত জ্ঞানী জীব।
তারা যেন পালিতেছে ভেবে ভাবি শিব॥
কিন্তু পশু পক্ষী আদি ক্ষুদ্র জীব যারা।
বিনাস্বার্থে সুযতনে পালিতেছে তারা॥
পক্ষিণী যতনে করি কুটা আহরণ।
সুন্দর কুলায় করে সন্তান কারণ॥

পরেতে প্রসব কাল হইলে আগত।
তদুপরি প্রসব করয়ে অণ্ড যত ॥
প্রসব করিয়া অণ্ড রাখে সুযতনে।
প্রাপ্ত হবে, বলি শিশু সন্তান রতনে ॥
দিবানিশি থাকে বসি ডানায় ঢাকিয়া।
ইহাকেই বলে লোক ডিমে তা দেওয়া ॥
আহার কারণ যদি যায় কোন স্থান।
অণ্ডের কারণ হয় অতি চিন্তাবান ॥
কি জানি বিষম শত্রু আসিয়া আবাসে।
যদ্যপি আমার সেই অণ্ডগুলি নাশে ॥
তবেত বঞ্চিত হব অপত্য রতনে।
এইরূপ বিঘ্ন তারা ভাবি মনে মনে ॥
আবাসে গমন করে সত্বর গমনে।
এত যত্নে পালে তারা সন্তান রতনে ॥
পরেতে স্বভাবে হয়ে অণ্ড প্রস্ফুটিত।
কালেতে শাবক তার হয় প্রকাশিত ॥
তখন হইয়া মাতা অতি হৃষ্ট মন।
সন্তানগণের করে লালন পালন ॥
বহু আয়াসেতে করি খাদ্য আহরণ।
আপনি না খেয়ে করে তাদের পোষণ ॥
আত্ম প্রাণ দিয়া রক্ষা করে শত্রু হতে।
আহা ! কি অপত্য-স্নেহ হয়েছে জগতে ॥
ভল্লুকী প্রসব হয়ে হেমন্তের শেষে।
ভল্লুক ভয়েতে গিয়ে থাকে অন্যদেশে ॥

ভুবন্ত ভল্লূক ভয়ে হয়ে অতি ভীতা।
দুর্গম গুহায় গিযা হয লুক্কায়িতা ॥
ক্ষুধা পিপাসায হয় অতীব কাতর।
তথাচ না যায় শিশু রাখিয়া অন্তর ॥
এইরূপে পালে তারা তিন চারি মাস।
সন্তান কারণ, কবে কত উপবাস ॥
পরেতে বসন্ত ঋতু হইলে আগত।
সন্তান সহিত করি হয বহির্গত ॥
এইরূপ যতন করিয়া জীবগণ।
আপন অপত্যগণে করিছে পালন ॥
পিপীলিকাগণ দেখ কেমন যতনে।
পালিতেছে সদাকাল অপত্য রতনে ॥
সকলে মিলিত হয়ে শাখী শাখোপরি।
কেমন সুন্দর বাসা সুনির্ম্মাণ করি ॥
তদুপরি প্রসব করিয়া অণ্ডগণ।
সুযতনে রবে সদা খাদ্য আহরণ ॥
সন্তান হইয়া করে সে সব আহার।
হায় রে ! স্বভাব তোর ভাব চমৎকার ॥
স্বভাবের কর্ত্তা যিনি তাঁরে ভাব মন।
তাঁহা হতে হয় এই অদ্ভুত ঘটন ॥
তাঁহার কৃপায় হয় জীব সমুদয়।
তাঁহার ইচ্ছায এই ভবের উদয় ॥
তাঁহারে ভাবিলে মন হবে ভব জয়।
তাঁহার চরণ বিনা কিছু কিছু নয় ॥

আহা! কি অপত্য-স্নেহ করিয়া সৃজন।
করিছেন সদাকাল জীবের রক্ষণ॥
যদ্যপি ইহার সৃষ্টি না হত জগতে।
তবে কি সন্তানে মাতা পালিত স্নেহেতে॥
আহা! কি আশ্চর্য্য ভাব জগত পিতার।
একরূপ ভাব দেখি সকল মাতার॥
এমন অদ্ভুত ভাব বর্ণিবারে নারি।
পতঙ্গীর স্নেহ দেখি মানিয়াছি হারি॥
পতঙ্গী প্রসব অন্তে দেহ করে নাশ।
জগত মাঝারে ইহা আছয়ে প্রকাশ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ স্বভাবের ভাব
নাহি হয় তাহাদের ভক্ষ্যের অভাব॥
পতঙ্গী পূর্ব্বেতে জানি ঘটিবে যে ভাব।
আপনি করয়ে দূর তাদের অভাব॥
প্রসব করিয়া অণ্ড তরু পত্রোপরে।
অবিলম্বে গমন করয়ে লোকান্তরে॥
শেষেতে সময় পেয়ে অণ্ড তার যত।
কীটরূপে সকলেতে হয় পরিণত॥
কীটরূপ ধরি করে পল্লব ভক্ষণ।
এরূপে পতঙ্গী করে সন্তান রক্ষণ॥
পত্র খেয়ে তাহাদের বৃদ্ধি পায় অঙ্গ।
কিছুকাল পরে হয় যথার্থ পতঙ্গ॥
এইরূপে করে জীব অপত্য পালন।
জগৎ পিতারে মন করহ স্মরণ॥

আহা! স্বভাবের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! স্বভাব সর্ব্বক্ষণই আত্মভাব প্রকাশ করিয়া লোক সকলকে পরিচয় দিতেছে। দেখ ভূত্রী হেমন্তাগমনে কি চমৎকারিণী শোভাই ধারণ করিয়াছেন, দেখ কেমন সুবর্ণ বর্ণের ধান্য সমূহ সুপক্ক হইয়া আপন ভারে অবনত হওত বসুমাতাকে শোভিতা করিয়াছে। কৃষককুল হর্ষাকুল হইয়া সমস্ত বর্ষের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ঐ ধান্য ধনকে আহরণ করিতেছে। আহা! সর্ব্বজনপিতা জগৎবিধাতাসর্ব্বেশ্বর এই সর্ব্বজন মাতা বসুন্ধরাকে রত্নগর্ভা রূপে সৃষ্টি করিয়া কি অপার করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন, ধরিত্রী তাঁহারই অপার করুণাবলে গর্ভে বিবিধ রত্ন ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে পালন করিতেছেন, প্রাণিগণ এই মাতৃদত্ত দ্রব্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার অভাবনীয় প্রভাবের পরিচয় দিতেছে! হে জীব! একবার বিশুদ্ধমনা হইয়া সেই অচিন্তনীয় ভাবের ব্যাপার নিজ মানসদর্পণে দর্শন কর। তিনি কি প্রকারে এই অখিল সংসারের সৃজন করিয়াছেন তাহার পর্য্যালোচনা কর ও এই হেমন্ত-কালোৎপন্ন শস্যরাজির বিষয় একবার হৃদয়মধ্যে ভাবনা কর।

দেখ বিনা বর্ষণে কীদৃশ মনঃপ্রফুল্লকারী শস্য শালী ক্ষেত্র সকল শোভা পাইতেছে। দেখ সেই স্নেহময়ের কৃপায় এই প্রশুষ্ক সময়ে শুদ্ধ শিশির সাহায্যে জীব বৃন্দের মহোপকারী সুখদ শস্য সকল পরিপক্ক হইয়া কেমন পরিপাটী শোভায় শোভিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন ধরিত্রী বিচিত্র হরিৎ বস্ত্র পরিধান করিয়া বিশ্বপতির অনুকম্পারূপ বিপুল শস্য প্রার্থনা করিতেছেন। আহা বিশ্বনিয়ন্তার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব তাঁহার অলজ্ঘনীয় ভাবের অধীন হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে। তিনি যথানিয়মে বসুমাতাকে সর্ব্ব রত্নের আধার রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ক্ষিত্যপ্তেজঃ মরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ ভূতাত্মিক প্রাণিপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই অপার দয়া প্রভাবে জীবগণ অপর্য্যাপ্ত ভোজ্য পানীয় প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাঁহারই অখণ্ড নিয়মের বশীভূত হইয়া বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে শোভিত হইয়া জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এবং তাঁহারই নিয়মের অধীন হইয়া বারিদগণ যথা নিয়মে বারিবর্ষণ করিতেছে। তাঁহারই

প্রসাদে বৃহদাকার গ্রহগণ কিছুমাত্র আশ্রয় না করিয়া শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহার প্রশাসনে ভীত হইয়া যুগ, বর্ষ, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবা, রাত্র, দণ্ড, প্রহর পল, মুহূর্ত্ত যথা নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে।

এইরূপে দিননাথ হিমের ভয়ে অতি দীন-ভাবে দিনাতিপাত করিয়া অস্তাচলচূড়া আশ্রয় করিলেন, যামিনী নাথও অবসর পাইয়া আত্ম পদে অভিষিক্ত হইয়া নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, নিশানাথ নিজাসনে সমাসীন হইয়া পরম প্রনয়িনী কুমুদিনীকে বিনাশ-দশায় পতিত দেখিয়া মনোদুঃখে ম্রিয়মান হওত সমস্ত রজনী নীহার পাতচ্ছলে অশ্রুপাত করিয়া বিশ্বপতি সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই-রূপে হেমন্তের অন্ত হইলে শিশিররাজ নিজ সহচর কম্পকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই ধরা-ধামে অবতীর্ণ হইলেন।

হেমন্ত বর্ণন।

শরদেব হলো অন্ত হেমন্ত উদয়।
হেমন্তের আগমনে সুখী জীবচয়॥
হেমন্তে দুঃখের অন্ত হইল সবার।
ধরণী ধরিল পৃষ্ঠে নানা শস্য ভার॥
কৃষক লইয়া হাতে কোদাল লাঙ্গল।
বপন করিছে শস্য হয়ে কুতূহল॥
মুগ, মাষ, মটরাদি সরষপ যব।
গোধূম অড়র তিল চনকাদি সব॥
এইরূপ নানা শস্য ধরে বসুন্ধরা।
সুখদ ইক্ষুর দণ্ড হলো রসভরা॥
আলু মূলা আদি করি যত কন্দমূল।
সকলে হেমন্তোদয়ে হলো অনুকূল॥
শুসুনী কলমী আদি পালম বেগুণ।
প্রচার করিছে সবে হেমন্তের গুণ॥
অতসী আতস বাজি করিছে প্রকাশ।
বক সেফালিকা দীপ্তি করিছে বিকাশ।
হিমগিরি মুখ হোতে বেগে বহে বায়ু।
পদ্মিনী জীবন শূন্য হয়ে হত আয়ু॥
ধরেছেন বাল্যভাব তপন রাজন।
কিরণ সেবনে তার সবে সুখী মন॥

নীহার পতনে নভো সদাই মলিন।
তারা তারাপতি দোঁহে হইলেন ক্ষীণ ॥
হিমের প্রভাবে ক্ষীণকর হিমকর।
দীপ্তি-হীন হেরে তাঁয দুখী যত নর ॥
রজনী বৃহদকায় ক্ষীণ-কায দিবা।
রাত্রিতে বিবর হতে ক্ষণ ঘোষে শিবা ॥
শীতের সন্ধির স্থল হয হিমকাল।
ব্যবহার করে লোকে বনাত ও শাল ॥
ভল্লুকী প্রসব হয় গিয়া গিরিপরে।
হিমের শাসনে সুখী সবাই অন্তরে ॥
খর্জ্জুর বৃক্ষেতে হয় রসের সঞ্চার।
সে রস সেবনে জীব সুখী অনিবার ॥
সুপক্ক ধান্যতে করে ক্ষেত্র শোভান্বিত।
দেখিয়া তাহার শোভা সবে আনন্দিত ॥
এইরূপে শোভা পায হেমন্ত রাজন।
পিতার চরণ ভাব অভয় কারণ ॥

শিশির মাহাত্ম্য।

শীতরাজ ধরা রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই ভুবনেশ্বরের আদেশ মতে বিশ্বসংসারের কার্য্য কলাপাদি নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শীতের

ভীষণ প্রতাপে ভীত হইয়া নদ নদীসকল সং-
কীর্ণ ভাব ধারণ করিল, তরু, লতা, গুল্ম, তৃণ
প্রভৃতি উদ্ভিদবর্গ শুষ্কপ্রায় হইল,প্রাণিগণ শীত-
সেনানী কম্পের পরাক্রমে ভীত হইয়া কম্পিত
কলেবরে যথা কথঞ্চিৎ রূপে কালাতিপাত
করিতে লাগিল। শীতের প্রারম্ভে সকল বিষ-
য়েরই পরিবর্ত্তন হইল; মরুৎরাজ এক্ষণে পূর্ব্ব
ভাব বিস্মৃত হইয়া অতি মৃদুভাবে সমবাহিত
হওত রাজ নিয়মের পোষকতা করিতে লাগিলেন,
প্রচণ্ড প্রতাপশালী মহার্ণব সকল ভীষণ তরঙ্গ-
মালা পরিহার পূর্ব্বক অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ
করিল। পদ্ম, কুমুদ, মল্লিকা মালতী, সেঁউতী,
গোলাব প্রভৃতি নয়নপ্রফুল্লকর সুদৃশ্য কুসুমাদি
একেবারে বিনষ্ট হইল, এবং এই কালোচিত
অতুসী,অপরাজিতা, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, বাকস
প্রভৃতি ফুল সকল প্রকাশ পাইল। সর্ষপ, যব,
মুগ, মটর, চনক, গোধূম প্রভৃতি রবিখন্দ সকল
শিশির-পতনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বসুমাতাকে
শোভিতা করিল। সুমধুর রস-প্রদায়ক ইক্ষুদণ্ড
সকল দণ্ডায়মান হইয়া সেই করুণাময়ের মধুর
ভাবের পরিচয়াদি জীবসমাজে জ্ঞাপন করিতে

প্রবৃত্ত হইল। জীবগণ নানাবিধ সুমিষ্ট ফল-মূলাদি উপভোগ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল। ধরণী সকল রস সন্তানগণকে প্রদান করিয়া একেবারে পরিশুষ্ক ও সন্তানদিগকে আর অপর্য্যাপ্ত আহার প্রদানে অসমর্থা হইয়া যেন মনোদুঃখে বিদীর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং সন্তান-গণও আহারাভাবে পরিশুষ্কমান হইয়া অভি-মানে পত্রপাতচ্ছলে অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া শাখা প্রশাখারূপ সুদীর্ঘ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক সেই অখিলনাথের নিকট আদ্দাশ করিতে লাগিল। জগদস্থ সমস্ত প্রাণী শীতের ভয়ে ভীত হইয়া সন্তপ্ত স্থান অন্বেষণ করণে প্রবৃত্ত হইল। শিশুগণ হাস্যকৌতুক পরিত্যাগ করিয়া মাতৃকক্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। অতি ক্রূরস্বভাবাপন্ন আশীবিষগণ নির্ব্বিষ হইয়া মহীলতাবৎ মহীগর্ভে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সিংহ, ব্যাঘ্র, ঋক্ষ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত শ্বাপদগণও এই শীতরাজের নিকট নত-শির হইয়াছে। কেশরির কেশর আর এখন উন্নত হয় না, কেশরী শীতের ভয়ে কুণ্ডলাকৃতি হইয়া স্বদুর্গাভ্যন্তরে যথাকথঞ্চিৎরূপে কাল হরণ করি-

তেছে। জীবগণ জলতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াও জলের নিকট গমন করিতে সহসা সাহস করে না। এক্ষণে জলের আর পূর্ব্বের মত মাধুর্য্য গুণ দৃষ্ট হয় না। জল এখন জীবলোকের জীবন স্বরূপ নহে, এখন বিশাল নখদন্তবিশিষ্ট হিংস্র জন্তুর ন্যায় অতি প্রচণ্ডস্বভাব ধারণ করত প্রাণিকুলকে আকুল করিতে চেষ্টা পাই- তেছে।

হে জীব! আর কতকাল মোহনিদ্রায় অভি- ভূত হইয়া কাল যাপন করিবে? একবার নিদ্রা হইতে উত্থিত হও এবং বিশ্বের আশ্চর্য্য শোভা দর্শন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ কর। আহা! জগৎপাতা জগদীশ্বর কি আশ্চর্য্য কৌশলেই এই অখিল চরাচরের সৃজন করিয়াছেন! তাঁহা- রই অপার করুণা-বলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে এবং তাঁহারই আদেশ- মতে ঋতু, বর্ষ, মাস, পক্ষ প্রভৃতি কাল সকল যথানিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার অগোচর কিছুই নাই এবং তাঁহার অসাধ্যও কিছুই নাই। তিনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন, তিনি পর্ব্বতকে রেণু, রেণুকে

পর্ব্বত, প্রজাকে রাজা, রাজাকে প্রজা, পঙ্গুকে সবল, সবলকে পঙ্গু, নগরকে বন, বনকে নগর, প্রান্তরকে সমুদ্র, সমুদ্রকে প্রান্তর, প্রস্তরকে জল, জলকে প্রস্তর। সকলই করিতে পাবেন। তাঁহার প্রতাপে এই বিষম শীতাগমে ভীত হইয়া দ্রব দ্রব্য সকলও ভাবান্তরিত হইয়া বিষম কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল। শীতল প্রদেশে জলধি-নীর নীহার-পতনে ঘনীভূত হইয়া প্রস্তরাকারে পরিণত হইল। আহা! কি মনোহর ভাব জলের প্রস্তরত্ব! জল তরল পদার্থ, তাহা শীত প্রভাবে দৃঢ়ীভূত হইয়া সমুজ্জ্বল স্ফটিক প্রস্তরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়া রত্নাকরোপরি প্রশস্ত ছাদের ন্যায় শোভা পাইল।

হে জীব! একবার তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্যে আহ্বান কর। একবার স্থিরচিত্তে তাঁহার কার্য্য কলাপাদি দর্শন কর। দেখ তাঁহারই অখণ্ড্য নিয়মের অধীন হইয়া এই অখিলব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহারই প্রভাবে বসুধা যথা নিয়মে ফল, পুষ্প শালিনী হইয়া জীবলোকের মহোপকার সাধন করিতেছেন। তাঁহারই প্রভাবে বারিধরগণ সুধা-ধারা বর্ষণ করিয়া.

প্রাণিগণের হিত সাধন করিতেছে। তাঁহারই প্রভাবে লোকলোচন প্রকাশিত হইয়া প্রাণি-গণকে লোচন প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারই আদেশে জগজ্জীবন সঞ্চালিত হইয়া প্রাণিগণকে জীবিতাবস্থায় রাখিয়াছেন। তিনিই অপার কৃপা প্রকাশ করিয়া মানবদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এবং তাঁহারই বলে পক্ষিগণ বিচিত্র পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করিতেছে। পশুগণ তাঁহারই প্রভাবে সুন্দর লোমে আচ্ছাদিত হইয়া বিষম শীত বাত হইতে রক্ষা পাইতেছে। তিনি যদ্যপি এই মানব-গণকে অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান না করি-তেন তবে ইহারা কি প্রকারে এই ভয়ঙ্কর শীত বাত হইতে পরিত্রাণ পাইত, কি প্রকারেই বা অসংখ্য শত্রুজাল হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইত? তিনি পক্ষিগণকে যে বিচিত্র পক্ষ প্রদান করিয়াছেন তাহারা অনাযাসেই সেই পক্ষ দ্বারা শীত বাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, এবং আততায়ী পক্ষ হইতে সেই পক্ষ দ্বারাই পরি-ত্রাণ পায়। পশুগণ লোমাচ্ছাদন প্রযুক্ত শীত,বাত,বৃষ্টি হইতে মুক্তি পাইয়া নখ দন্তাদি

দ্বারা শত্রু সংহার করত আত্ম জীবন রক্ষা করে। কিন্তু মানবগণ শুদ্ধ একমাত্র বুদ্ধি বলেই সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পায়, এবং বুদ্ধি-কৌশলে গৃহ ও গৃহ-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তদ্ব্যবহারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা কার্পাস ও পশ্বাদির লোম হইতে সুত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বিবিধ সুরম্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করত শীত বাত হইতে পরিত্রাণ পায়।

আহা! কালের কি বিচিত্র গতি, কাল সর্ব্বক্ষণই নূতন নূতন ভাব ধারণ করিয়া এই অখিল চরাচরে পরিভ্রমণ করত আপন ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। এইরূপে দিবাবসান হইলে রজনী আগতা হইল, রজনী আগতা হইলে কি আশ্চর্য্য ভাবেরই উপলব্ধি হইতে লাগিল। সমুদয় জগৎ একবারে ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া যেন জীবদিগকে বিভীষিকা দর্শাইতে লাগিল, প্রাণিগণ নিজ নিজ স্থানে কুণ্ডলাকৃতি হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিগস্থ পাদপ-শ্রেণী তুষার জালে জড়িত হইয়া অলক্ষিত হইল, যোগিগণ পর্ণকুটীর মধ্যে সমাসীন হইয়া অগ্নিসেবন দ্বারা দুরন্ত শীতকে পরাজয় করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। ঝিল্লীগণ উচ্চরবে মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। পেচক,বাদুড় প্রভৃতি নিশাচব পক্ষিগণ পর্য্যটনে নিযুক্ত হইল। এই রূপে অবিশ্রান্ত নীহার পতনে মেদিনী অভিষিক্ত হইলেন, শর্ব্বরী অবিশ্রান্ত নীহারধারা উপভোগ করিয়া অতি ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইলেন। উষাও অবসর পাইরা রক্তিম বস্ত্র পরিধান ও তুষার-হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া হাস্য আস্যে প্রকাশ হইলেন।

হে জীব! একবার শিশির-কালীন উষার মনোহারিনী প্রভা দর্শন কর! দেখ কেমন শ্যামল দূর্ব্বাদলোপরি বিন্দু বিন্দু নীহারকণা পতিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই প্রকাশ পাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন বসুমাতা বিশ্ব-পতির চিত্ত বিনোদন করিবার নিমিত্ত সমুজ্জ্বল হরিত বস্ত্র পবিধান করত তদুপরি মুক্তাবলী ধারণ করিয়াছেন।

আহা! কালের কি বিচিত্র গতি, কাল ক্ষণ কালও সুস্থির নহে চিরকালই চক্রবৎ পরিভ্র-মণ করিতেছে, চিরকালই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ইত্যাদিরূপে গমনাগমন

করিয়া সেই অখিলনাথের অনন্ত ভাবের পরিচয় দিতেছে।———এইরূপে শীত-রাজ নিজ কার্য্য সমাধান করিয়া বিশ্বপতির নিকট বিদায় হইলেন।

হেমন্ত হইল অন্ত দেখে শীত রাজ।
শাসন করিতে প্রজা এলো বিশ্বমাঝ॥
শীতের শাসনে সবে হয়ে অতি ভীত।
দিবানিশি কাটে কাল হইয়ে কম্পিত॥
সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয় দাঁতে লাগে দাঁত।
জলের উঠেছে দাঁত কেটে লয় হাত॥
সকল ঘরেতে শুধু উহুঃ উহুঃ স্বর।
লেপ কাঁথা মুড়িদিয়া যেন ভোগে জ্বর॥
চাদর বনাত লুই খোঁজে সবে শাল।
রৌদ্র আগুণেতে বাঁচে যতেক কাঙ্গাল॥
বিষম বিপদ জ্ঞান সবে করে স্নান।
পশুপক্ষিগণ সদা খোঁজে উষ্ণস্থান॥
শীকারে বিরত হরি গহ্বরে লুকায়।
সাঁতার না দিয়ে করী আতপ পোহায়॥
শিশুগণ মাতৃকক্ষে হতে চায় লীন।
আতপ সেবনে হয় সকলে মলিন॥
ঘাম রোধ হেতুহয় বন্ধ লোম-কূপ।
গাত্র ক্লেদময় হয়ে, সকলে বিরূপ॥

রসহীন হেতু ধরা হয়েন বিদীর্ণ।
খাদ্য অভাবে তাঁর সন্তান হয় শীর্ণ॥
শীর্ণকায় হযে তাবা ববে পত্রপাত।
পত্রপাত নয় সে যে হয় অশ্রুপাত॥
ঊর্দ্ধমুখে ডাকে কোথা অনাথের নাথ।
তোমার চরণে পিতা করি প্রণিপাত॥
বিপদ হইতে শীঘ্র করহ উদ্ধার।
শীতেবহাতেতে পড়ে দুখ অনিবার॥
সরোবর জল শূন্য নদী হীনবল।
কুযাসা জালেতে ম্লান নক্ষত্র সকল॥
তুষাবাচ্ছাদনে মুখ ঢাকি শশধর।
বিষম সন্তাপে হয়েছেন ক্ষীনকর॥
হিমকরে ক্ষীনকর দেখে যতনবে।
সদা কাল হবিতেছে দুঃখিত অন্তরে॥
বাত্রিব বাডয়ে অঙ্গ দিবা হয় ক্ষীণ।
মহীলতা সম ফণী হয় বিষহীন॥
উত্তব সাগবে জল জমে হয় শিলা।
ধন্য হে জগতপতি তোমার এ লীলা॥
করেছ সৃজন তুমি ঋতু ছয়জনে।
নাবী হয়ে তব গুণ বর্ণিব কেমনে॥
তবে এইমাত্র প্রভু পারিছে বলিতে।
যখন যে ভাবহয় উদয মনেতে॥
যখন দুঃখেতে পড়ি হই জ্বালাতন।
মনকে বুঝাই ইহা ললাটে লিখন॥

সুখের উদয় হলে ভাবি মনে মনে।
ঈশ্বর করুণা বিনা হইল কেমনে॥
তোমার করুণা বিনা কিছুই না হয়।
অধমা নারীরে দয়া কর দয়াময়॥

পড়িয়া শীতের হাতে, জীবজন্তু সকলেতে
পাইতেছে কায়িক অসুখ।
কিন্তু সে দুখেতে দুখ, নাহিভাবে একটুক
সুখাদ্যেতে সদা রাখে মুখ॥
ইক্ষু, কমলা, পাকাকুল, শর্করাদি কন্দ মূল,
সকলেতে হয় অনুকূল।
শালগাম কপি আদি, সকলেই হযেবাদী,
প্রাণিগণে করে হর্ষাকুল॥
অগ্নিবাড়ে দুই গুণ, যা খায় তা করে গুণ,
নাহিঘটে কোন রূপ দোষ।
এরূপ শীতের গুণে, সুখী সবে শত গুণে,
ভজ বিশ্বনাথে পাবে তোষ॥

বসন্তমাহাত্ম্য।

এই রূপে শিশির রাজ অন্তরিত হইলে সুরম্য বসন্ত ঋতুর উদয় হইল। ঋতুরাজ নিজ সেনানী মলয়ানিলকে সমভিব্যাহারে লইয়া

বিশ্বরাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হই-লেন। আহা! জগৎ-কারণ জগদীশ্বর এই জীব বৃন্দের সন্তাপ অপহারী বসন্তকে কি অপূর্ব্ব গুণেই ভূষিত করিয়াছেন, বোধহয় যেন তিনি এই ঋতুরাজের সরলতা গুণে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে পৃথিবীর সমুদায় শোভাই প্রদান করিয়াছেন। বসন্তও যেন সেই অখিলপতির বরপুত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হই-য়াছে। আহা! বসন্ত আগমনে জগৎ কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, জীবসকল সন্তাপ-শূন্য হইয়া প্রীতি-প্রফুল্লমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করত সেই অনন্ত-কীর্ত্তির অনন্তভাবের পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সর্ব্ব-সহা সর্ব্বদুঃখ বর্জ্জিতা হইয়া সরস রসের আধার হওত স্বীয় সন্তানগণকে উদর পুরিয়া আহার প্রদানে রত হইয়াছেন; সন্তানগণও মাতার বক্ষোদেশ হইতে অমৃতরস সদৃশ সেই স্নেহরস শোষণ করিয়া মৃতদেহে জীবন পাইয়াই যেন পরিশোভিত হইয়াছে। তাহারা শীতা-গমনে গলিতপত্র হইয়া শুষ্ক দারুবৎ দণ্ডা-য়মান ছিল, কিন্তু এক্ষণে বসন্তোদয়ে সে ভাব

পরিহার পূর্ব্বক আবার অভিনব ভাব ধারণ করিল। আহা! জগৎবিধাতা পরম দেবতার কি অপার করুণা! তাঁহার করুণা-রসে স্নিগ্ধ হইয়া তরু, লতা, গুল্ম,তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিদ-বর্গ কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! ইহারা যেন নব কিসলয়রূপ নব বস্ত্র পরিধান করিয়া তদুপরি মুকুল ও পুষ্পরূপ রত্নাভরণ পরিগ্রহ করত অতিমনোহর প্রভা ধারণ করিয়া সেই অখিলনাথের নিকট আত্মপ্রভা বিকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আহা! বসন্তের কি মনোহর মাধুরী, এই মানস-প্রফুল্ল-কর সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে অতি সন্তাপিত জনের হৃদয়ও অপার আনন্দনীরে প্লাবিত হয়। বসন্তের আগমনে রোগিগণ রোগমুক্ত, ভোগিগণ ভোগানুরক্ত ও যোগিগণ যোগানুরক্ত হইয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হয়। বসন্তের আগমণে ত্রিভুবন সন্তাপশূন্য হইয়া সকল প্রাণির সুখের আলয় হয়। বসন্তপ্রভাবে জীবসমুহের রূপ-লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়। বসন্ত-প্রভাবে গায়কবৃন্দের গীত-শক্তি, জড়িতজিহ্বের বাক্‌শক্তি, এবং খঞ্জ-জনের চলৎশক্তি হয়।

হে জীব! আর কতকাল মোহনিদ্রায় অভি-ভূত হইয়া কাল যাপন করিবে, একবার নিদ্রা হইতে উত্থিত হও,এবং মনোরূপ বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করত সেই ভূতভাবনের অনন্ত ভাবের পরিচয় গ্রহণ কর। তিনি কিপ্রকার আশ্চর্য্য কৌশলে এই বিশ্বসংসার শাসন করিতেছেন তাহার পর্য্যালোচনা কর ও তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্যে আহ্বান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ কর। দেখ তিনি কি অপার করুণা বিস্তার করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, তিনি জীবদিগকে অপর্য্যাপ্ত আহার প্রদান করিয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন। হে জীব! তোমরা তাঁহারই প্রসাদে হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তাঁহারই কৃপাবলে ইতস্ততঃ বিচ-রণ করিতে সমর্থ হইতেছ ও তাঁহারই প্রভাবে দয়া দাক্ষিণ্যাদি কোমল গুণ সকল প্রাপ্ত হই-য়াছ, এবং তাঁহারই প্রসাদে জীবিত রহিয়াছ ও সুরম্য বসন্তকালের মনোহর রূপমাধুরী দর্শন করিতেছ। দেখ বসন্তের আগমনে তরু-লতা, গুল্ম, তৃণপ্রভৃতি উদ্ভিদবর্গ কি চমৎকার

প্রভাই ধারণ করিয়াছে, ইহারা যেন মাতৃগর্ভ হইতে পুনরুদ্ভূত হইয়া এই বিশ্বসংসারকে নূতন ভাবে পর্বিণত করিয়াছে ইহারা যেন পল্লব, মুকুল, কুসুমাদিতে পরিশোভিত হইয়া জীবলোকের মন প্রাণ আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইতেছে। ভৃঙ্গকুল মকরন্দ পানে উন্মত্ত হইয়া পাদপাবলির চতুর্দ্দিকে গুণ গুণ রবে ভ্রমণ করিতেছে, কোকিল যূথ সুদৃশ্য শাল্মলী ফুলের সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া সুমধুর বেণুধ্বনিবিনিন্দিত ধ্বনি করত মহীমণ্ডল মোহিত করিতেছে, মলয়াচলাগত সুখদ সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া, নানা জাতীয় সুরভি রেণুতে মিশ্রিত হইয়া প্রাণিনিচযের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওত অতুল আনন্দ উদ্ভাবন করিতেছে, সূর্য্যদেব দুরন্ত শীতকে অতিক্রম করিয়া উত্তরায়ণে উদিত হওত জীববৃন্দের আনন্দ বিধান করিতেছেন, কৃষকগণ হৃষ্টমনে ক্ষেত্রমধ্যে সুপক্ক রবিখন্দ সকল আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সকল প্রাণিই আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আহা! সর্ব্বজনপিতা জগৎপ্রসবিতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব!

বসন্ত বর্ণন।

বসন্ত সামন্ত সহ অতি হৃষ্ট মনে।
নিজ কার্য্য সাধিবারে আইল ভুবনে॥
বসন্তরে হেরে শীত হইয়া কম্পিত।
আপন অনিষ্ট ভাবি হলো তিরোহিত॥
দুর্গম গহ্বরে শীত করিল প্রবেশ।
জলস্থল খুঁজি তার না পাই উদ্দেশ॥
ধন্য হে বসন্তরাজ ধন্য হে তোমারে।
এমন দুরন্ত শীতে তাড়ালে কোথারে॥
শীতের ভীষণ দাপে যত জীবগণ।
নিরন্তর কাটাইত হয়ে ক্ষুণ্নমন॥
এখন সে দুখ আর তাহাদের নাই।
কুণ্ডলাকৃতি হয়ে না রয় একঠাঁই॥
পিপাসা হইলে প্রাণী না খাইত জল।
শীতেতে অসাড় অঙ্গ না পাইত বল॥
হস্ত পদ আদি অঙ্গ হইত অচল।
বৃক্ষ লতা শুষ্ক প্রায় না ফলিত ফল॥
কুল, কমলায় মাত্র রেখেছিল মুখ।
তাদের আস্বাদে জীব পেতো কিছু সুখ॥
কিন্তু সে সুখেতে দুখ হইত উদিত।
আস্যদেশে দিলে দন্ত হইত ব্যথিত॥

খর্জ্জুর ইক্ষুর রসে রসনা সন্তোষ।
দন্ত প্রতিবাদী হয়ে ঘটাইত দোষ॥
এখন সে দুখভাব আর নাই ভাই।
বসন্তের গুণে সুখী হয়েছে সবাই॥
মোহিত হয়েছে মহী হেরে ঋতুরাজে।
তরুগণ সাজিয়াছে নানাবিধ সাজে॥
শীতের প্রতাপে তারা হয়েছিল মরা।
ঋতুরাজে পেয়ে সবে হলো রসভরা॥
শিশির পতনে সদা হইয়ে কুঞ্চিত।
সকল শোভায় তারা হয়েছে বঞ্চিত॥
এখন পাইয়া তারা অভিনব রস।
ঊর্দ্ধমুখে গাইতেছে বিশ্বপতিযশ॥
সুদৃশ্য হরিতকান্তি নব কিসলয়।
হেরিয়া তাহার কান্তি মন মুগ্ধ হয়॥
তাহার উপরে শোভে সুন্দর মঞ্জরী।
যেমন হরিত বস্ত্রে শোভা পায় জরী॥
কোন স্থানে শোভা পায় নানাজাতি ফুল।
তাহার সৌরভ ঘ্রাণে হৃষ্ট জীবকুল॥
মকরন্দ লোভে মত্ত হয়ে অলিকুল।
গুণ গুণ রবে বন করিছে আকুল॥
শাল্মলী শোভে ভাল রক্তিম প্রভায়।
সজিনা করেছে শোভা সুচারু জটায়॥
শিমুলের শোভা দেখি পিককুল যত।
বসি শাখি-শাখা পরে কুহুরবে রত॥

বায়স পরমানন্দে মধু করে পান।
নানাজাতি দ্বিজ করে বিভুগুণ গান॥
রোগিদের রোগশান্তি যোগী পায় যোগ।
শোকির সন্তাপ হরে ভোগী পায় ভোগ॥
এইরূপ নানা সুখে সুখী জীবগণ।
বসন্তরাজার গুণে সব সুশোভন॥
বসন্তের গুণে বাধ্য হযে বিশ্বরাজ।
আপনি দিলেন নাম তারে ঋতুরাজ॥
রাজার মতন বটে বসন্তের ধর্ম্ম।
সদা সৎপথে মতি জ্ঞাত সর্ব্ব কর্ম্ম॥
এইরূপে শোভা করে বসন্তরাজন।
জগৎ-পিতারে মন করহ স্মরণ॥

আহা! সর্ব্বজনপিতা জগৎপ্রসবিতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, তাঁহার অনন্ত প্রভাবের পরিচয় গ্রহণ করেন এমৎ ব্যক্তি কি এই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? যিনি তাঁহার অভাবনীয় প্রভাবের বিষয় সম্যক্ প্রকারে পরিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্বসাধারণের মনের ধন্ধ দূর করেন। তাঁহার অচিন্তনীয় প্রভাবের বিষয় ভাবনা করিয়া কত শত গুণরাশি রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন, এবং এক্ষণে কত শত

মহাশয় ব্যক্তি আপন আপন বুদ্ধি-প্রভাবে সেই অনন্তকীর্ত্তির অনন্ত কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছেন। এবং আমরাও তাঁহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া গণ্ডূষ জলে সফরীর ন্যায় ফর্‌ফর্‌ করিতেছি। হা! কি ভ্রমের বিষয়! আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে জ্ঞাত হইব। যাঁহার আদি অন্ত কিছুই নাই, যাঁহার প্রভাবেব সীমা নাই, যাঁহার নিয়ন্তা নাই, বেদান্ত শশব্যস্ত হইয়াও যাঁহার অনন্ত ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই, এবং কত শত সূর্য্যসম প্রভাবশালী জিতেন্দ্রিয ব্যক্তি বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়াও যাঁহার অন্ত পান নাই; সেখানে আমরা ঊর্ণনাভ-কৃত-জাল অপেক্ষা লঘুতর বুদ্ধির দ্বারা কি প্রকারে তাঁহাকে জ্ঞাত হইব, আর কি প্রকারেই বা তঁাহার সৃষ্ট বস্তুর গুণ বর্ণনে সমর্থ হইব। তাঁহার সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর গুণ বর্ণন করণে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার রচিত যে এই দেহ-যন্ত্র, যাহার মধ্যে আমি অবস্থিতি করিতেছি তাহার গুণও আমি সম্যক্ প্রকারে পরিজ্ঞাত নহি, এবং আমি যে কি পদার্থ তাহাও বিদিত নহি, এবং যে পদার্থদ্বারা

আমার এই বোধ উৎপন্ন হইতেছে সেই বোধ শক্তিটি বা কি প্রকারে হইল, আমি বা কি রূপে হইলাম তাহার কিছুই বিদিত নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ ও তাঁহার অধীনত। তিনি ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই হইতেছে, তিনি ভিন্ন আর কেহই কিছু করিতে পারগ হয় না। তিনি এই অসংখ্য জীবের সৃষ্টি করিযাছেন, এবং তাহাদিগকে বিচিত্র নৈসর্গিক গুণে ভূষিত কবিযা জগতের হিতসাধন কবিতেছেন। তিনি সকল ক্রিয়ার আধারস্বরূপ এক মনোবৃত্তি প্রদান করিযাছেন। সেই মনোবৃত্তিরূপ মহা-সমুদ্র ভাবরূপ বাত্যাঘাতে প্রতিক্ষণেই উৎসাবিত হইয়া নানা রস উদ্ভূত করিতেছে, জীবগণ সেই নানা রসের অধীন হইয়া নানা কার্য্য সাধন করিতেছে।

হে জীব! একবার মুক্তকণ্ঠে সেই সর্ব্বস্রষ্টা সনাতনকে স্তব কর, এবং এই বিচিত্র বিশ্ব-রাজ্যের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন কর, ও তিনি কি অদ্ভুত নিয়মে এই বিবিধ প্রাণির সৃজন করিয়াছেন তাহার পর্য্যালোচনা কর। তিনি

মানবগণকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জীহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সহযোগে সকল বস্তুর গুণ গ্রহণ ও সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারগ হইতেছে। তিনি যদি এই আশ্চর্য্য নিয়মের অধীন করিয়া জীবলোকের সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে কি এই বিশ্বসংসারের এতাদৃশ সৌন্দর্য্য হইত, জীবগণ কি আর আপনার প্রয়োজন সাধনে তৎপর হইত, তাহারা কি আর শৈত্য গুণে শীতল হইয়া গাত্রাচ্ছাদনের সৃষ্টি করিত, না তাহারা শীত বাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সুরম্য বাসস্থানের সৃষ্টি করিত, তাহারা কি আর প্রচণ্ড তপনতাপে সন্তপ্ত হইয়া সুনির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া গাত্র ক্লেদ নষ্ট করিত। যদি এই ত্বগিন্দ্রিয়ের এতাদৃশ স্পর্শন শক্তি না থাকিত তবে কি আর জীবগণ বিবিধ বিপদ্‌জাল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। আহা! বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বজনপিতার কি অনির্ব্বচনীয় কৃপা! তিনি যদ্যপি কৃপা কটাক্ষ পাত পূর্ব্বক এই অত্যদ্ভুত নৈসর্গিক গুণে প্রাণিগণকে ভূষিত না

কবিতেন তবে কি আর জগতের এতাদৃশ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইত? তবে কি আর আমরা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত জীবদ্দশায় বিচরণ করিতে পারগ হইতাম? যখন আমরা অতি শৈশবকালে নিতান্ত পঙ্গু ও পরাধীন ছিলাম তখন কেবল শুদ্ধ সেই দয়াময়ের অপার করুণা-বলেই বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম। তিনি আমাদিগকে যে অনির্ব্বচনীয় স্পর্শশক্তি প্রদান করিয়াছেন আমরা সেই শুভকরী শক্তি দ্বারাই সর্ব্ব প্রকারে পরিরক্ষিত হইতাম; তখন আমরা শীতবাতও তাতে ক্লিষ্ট হইলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতাম, তৎশ্রবণে আমাদিগের রক্ষকগণ আমাদিগকে সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতেন। যদ্যপি সেই পরম দয়ালু পুরুষ আমাদিগকে এই চমৎকারিণী স্পর্শশক্তি প্রদান না কবিতেন তবে আমরা সেই কালেই বিনাশ দশায় পতিত হইতাম, তখন আমাদিগের সর্ব্বশরীর শৈত্যগুণে শীতল হইয়া কিম্বা বিষমানলে দগ্ধ হইয়া একেবারে নির্ব্বাণ পথে নীত হইত।

তিনি যদ্যপি আমাদিগকে এই সুভকর স্পর্শেন্দ্রিয় প্রদান না করিতেন তবে কি আমরা

সেই অজ্ঞানাবস্থা অতিক্রম করিয়া এতাবৎ কাল জীবিত রহিতাম। এই স্পর্শজ্ঞান না থাকিলে আমরা প্রচণ্ড তপন-তাপে শুষ্ক হইয়া কোন-কালে বিনাশ-দশায় পতিত হইতাম। এই স্পর্শ-জ্ঞান না থাকিলে আমরা দহনশীল কাষ্ঠের ন্যায় অনলসংস্পর্শে দগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হইতাম। তখন আমরা নিতান্ত নিষ্পন্দের ন্যায় কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম না। তখন আমরা বিশাল শ্বাপদগ্রাসে পতিত বা আশীবিষ দংষ্ট্রে দংশিত হইলেও এই স্পর্শজ্ঞানাভাবে বিনষ্ট হইতাম।

হে জীব। একবার স্থিরচিত্তে সেই অনন্ত-দয়া-রাশিকে স্মরণ কর, একবার তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্যে বরণ কর ও তাঁহার রচিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্চর্য্য শোভা দর্শন কর।

নাশিতে জীবের দুখ অনন্ত অব্যয়।
প্রদান করেছেন ইন্দ্রিয় সমুদয়॥
ইন্দ্রিয়ের বলে তারা হয়ে বলবান।
দেহ রক্ষা করে সবে হয়ে সাবধান॥
দিয়াছেন স্পর্শজ্ঞান অতি মনোহর।
তাঁহার গুণেতে সদা সুখী যত নর॥

শীত বাত তাত হতে পায় পরিত্রাণ।
গাত্রক্লেদ নষ্ট করে করি জলে স্নান ॥
যদ্যপি এ স্পর্শজ্ঞান না হতো জগতে।
তবে কেহ শীতে বস্ত্র দিত কি অঙ্গেতে ॥
অঙ্গ আচ্ছাদন হেতু শীতে পায় ত্রাণ।
নতুবা শীতল হয়ে হতো অবসান ॥
স্পর্শজ্ঞান আছে যাই তাই প্রাণিগন।
পাবকদহন থেকে হতেছে রক্ষণ ॥
স্পর্শজ্ঞানহীন যদি হইত জগৎ।
কাষ্ঠমূর্ত্তি তুল্য প্রাণী হতো জড়বৎ ॥
অস্ত্রে কাটিলে অঙ্গ না হতো অবগত।
দংশন করিলে ফণী প্রাণ হতো গত ॥
স্পর্শনজ্ঞানের গুণে যত শিশুগণ।
বিপদে পড়িলে করে সজোরে ক্রন্দন ॥
শুনিয়া ক্রন্দন ধ্বনি রক্ষক তাহার।
দ্রুতগতি আসি তারে করয়ে উদ্ধার ॥
স্পর্শনজ্ঞানের গুণে বাঁচে যত জীব।
ভাবহ সারাৎসারে হবে মন শিব ॥

সেই পরম দয়াবান্ পুরুষ শুদ্ধ যে স্পর্শশক্তি প্রদান করিয়াই তাঁহার অনন্ত ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এমত নহে। তিনি আমাদিগকে যে যে বস্তু প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকেই

তাঁহার অনন্ত ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তিনি আমাদিগকে যেমন এক অত্যাশ্চর্য্য স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়া অপার কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি আবার তদপেক্ষাও সুখকর দর্শনেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যদি এই দর্শনেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি না করিতেন তবে এই জগৎ কোন ক্রমেই পরিরক্ষিত হইত না; যে হেতুক চক্ষু সকল ক্রিয়ার আধাররূপে সৃজিত হইয়াছে, চক্ষুদ্বারাই সকল কর্ম্ম সমাধা হইতেছে। চক্ষু না থাকিলে কেহ কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। আহা! জগৎপিতা কি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া এই দর্শনেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যদি এই মহোপকারী দর্শনেন্দ্রিয়ের সৃজন না করিতেন, তবে আমরা কি প্রকারে জীবিত রহিতাম, এবং কি প্রকারেই বা এই বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্ত হইতাম, কি প্রকারেই বা অন্যান্য ক্রিয়া কলাপাদি নিষ্পন্ন করিতে পারগ হইতাম। কি প্রকারেই বা এই নিখিল জগতীতলে বিচরণ করিতে সক্ষম হইতাম। সেই ত্রিলোকজীবন যদি এই প্রাণি-

গণকে নেত্র-ধনে বঞ্চিত করিতেন তবে এই জগৎ কোন মতেই রক্ষিত হইত না, জীবগণ নেত্রাভাবে কোন বস্তুই আহরণ করিতে সমর্থ হইত না, কোন স্থানেও পর্য্যটন করিতে পারগ হইত না, কোন ক্রমেই আপন আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইত না। আহা! আমরা যদ্যপি কখন একটি মাত্র অন্ধ মনুষ্য দর্শন করি, তবে আমাদিগের কতদুর পর্য্যন্ত দুঃখের উদয় হয়, এবং সেই ব্যক্তির প্রতি জগৎ-পিতার কীদৃশ অকৃপা ও সেই ব্যক্তির দুর্ভা-গ্যের বিষয় হৃদয়মধ্যে ভাবনা করিয়া কি পর্য্যন্তই অনুতাপিত হই; এবং সেই লোচনবিহীন ব্যক্তিই বা কতদুর পরিমাণে শারীরিক ও মান-সিক কষ্ট ভোগ করে। অতএব যেখানে একজন মাত্র লোচনহীন ব্যক্তির জন্য আমা-দিগের এতাদৃশ মনোবেদনা উপস্থিত হয়, সেখানে জগতস্থ সমস্ত প্রাণী অন্ধ হইলে কি প্রকারে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এতাদৃশ শোভা থাকিত, কি প্রকারেই বা জীবগণ নানাবিধ শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিত, কি প্রকারেই বা আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারগ হইত।

তাহাতে হইল ধ্বংস, কুরুবংশগণ।
পাণ্ডব কুলের মাত্র, রহে পঞ্চজন ॥
তাই বলি ওহে জীব, বিহিত বচন।
ধনলোভে মত্ত কেন, হও অকারণ ॥
ধন যদি প্রাপ্ত হও, রাখ সুযতনে।
দান নাহি কোরো তুমি, কভু দুষ্ট জনে ॥
দুরাত্মার হাতে ধন, হইলে পতন।
করে শুধু জগতের, অহিত সাধন ॥
সাধু কর্ম্মে ধন দান, কর সাধুগণ।
সাধু কর্ম্মে ধন দান, হিতের কারণ ॥
নতুবা কৃপণ হয়ে, যদি রাখ স্থিত।
তবেত তাহাতে তুমি, নিতান্ত বঞ্চিত ॥

সমাপ্তঃ।